CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 March, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১০ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ লকডাউন ত্রিপুরা

আদেশ উলঙ্ঘন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় লকডাউন করা হচ্ছে রাজ্যকে। আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন মঙ্গলবার দুপুর দুইটা থেকে লকডাউন করা হবে ত্রিপুরাকে। ৩১ মার্চ বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে লক ডাউন। তাঁর দাবি, গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যেভাবে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত রাখার জন্যই রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যবাসীর প্রতি দৃঢ়ভাবে আহ্বান রাখেন, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না। ওই আদেশ উলঙ্ঘন হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে, কড়া বার্তা দেন তিনি।

করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার আগামীকাল ২৪ মার্চ, ২০২০ দুপুর ২টা থেকে ৩১ মার্চ, ২০২০ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ত্রিপুরাকে লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ১৩ মার্চ থেকে রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ১৪৪ ধারার নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এই সময়ে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাজ্যবাসীকে বাড়ি থেকে না বেরোনোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই লকডাউন সময়ে রাজ্যে কোনও ধরনের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ গণপরিবহণ ব্যবস্থা থাকবে না। তবে এই ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য পরিবহণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। পাশাপাশি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্ত এলাকার পাঁয়েত, ভিলেজ কমিটির প্রধান, উপপ্রধান, বিডিও, পাঁয়েত সচিব, নির্বাচিত সদস্যদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা দেখা গেলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। সীমান্ত এলাকায় বহির্দেশীয় কেউ আশ্রয় নিলে তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে। এইক্ষেত্রে না জানানো হলে পরবর্তীতে জানতে পারলে আশ্রয় দেওয়া পরিবারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে এই মহামারি থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। বর্ডার এলাকায় আগামী ১ মাস জনতা কার্ফ মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়া, নিজেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে লক ডাউন ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

লকডাউনে ছাড় পাচ্ছে

● স্বাস্থ্য পরিষেবা ● হাসপাতাল ও অন্যান্য আপৎকালীন কাজের জন্য ব্যবহৃত যাত্রিবাহী ও মালবাহী গাড়ি ● আইন-শৃঙ্খলা, আদালত ও সংশোধনাগার বিভাগ ● পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, আধাসেনা ● বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ এবং জঞ্জাল অপসারণ পরিষেবা ● দমকল, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং আপৎকালীন পরিষেবা ● টেলিকম, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র ● ব্যাঙ্ক ও এটিএম ● খাবার, মুদিখানা, সবজি, ফল, মাংস, মাছ, পাউরুটি এবং দুধের বিক্রয়, মজুত এবং পরিবহণ ● মুদিখানার সামগ্রী এবং খাবারের হোম ডেলিভারির জন্য ব্যবহৃত ই-কমার্স ব্যবস্থা ● পেট্রোল পাম্প, এলপিজি গ্যাসের দোকান, জ্বালানি তেল সংস্থা, সংস্থাগুলির গুদাম এবং পরিবহণ ● ওষুধের দোকান, চশমার দোকান, ওষুধ উৎপাদন ও পরিবহণ ● সংবাদমাধ্যম ● অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কলকারখানা

দেশে করোনায় আক্রান্ত ৪৩৩ জন, ২০টি রাজ্যে লকডাউন, নিয়ম ভাঙলেই আইনি ব্যবস্থা কড়া নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি. স) : গোটা দেশে করানো আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩৩ জন। এর মধ্যে ৪০ জন বিদেশী নাগরিক। গোটা দেশে ২৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ পর্যন্ত গোটা দেশের মধ্যে করোনায় সবথেকে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মহারাষ্ট্র। কিন্তু আজ মহারাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গেল দেশে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত রাজ্য কেরল, দক্ষিণের এই রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৯১জন। মহারাষ্ট্রে চিনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭১। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২৩ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।বর্তমানে দিল্লিতে আক্রান্ত ২৩ জন, উত্তরপ্রদেশে ৩০, গুজরাটে ২৯, হরিয়ানায় ১২, হিমাচল প্রদেশে ২, জম্মু-কাশ্মীরের ৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭, কর্নাটকে ৩৩, রাজস্থানের ২৬, তামিলনাড়ুতে সাত, তেলেঙ্গানায় ১১, পশ্চিমবঙ্গে ৭, ওড়িশায় দুই, ছত্রিশগড় ও পুদুচেরিতে একজন করে আক্রান্ত।

করোনা মোকাবিলায় চরম সর্তকতা জারি গোটা দেশজুড়ে। ১৯ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিহার, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, জম্মু-কাশ্মীর, গোয়া, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, কর্ণাটক, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, ছত্রিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, লাদাখ, পাঞ্জাব, নাগাল্যান্ড, মহারাষ্ট্র, কেরল, ঝাড়খন্ড।

এ ছাড়াও আংশিকভাবে ছটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লক ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লভ আগারওয়াল জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের চেইন ভেঙে দেওয়াটা একান্ত প্রয়োজন এর জন্য লকডাউন আবশ্যক।প্রতিটি রাজ্য সরকারের উচিত কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা। লকডাউন অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহামারী ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রতিটি রাজ্যের মুখ্য সচিবকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে।

এদিকে করোনা পরীক্ষার জন্য ১২ টি বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আই সি এম আর মহানির্দেশক ডা: বলরাম ভারগাভ জানিয়েছেন ১২টি ল্যাবের ১৫ হাজার কালেকশন সেন্টার রয়েছে। এছাড়াও ১১১ সরকারি ল্যাব কাজ করে চলেছে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন রাজ্যে লকডাউন ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাজ্যে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে

বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, সন্তোষ প্রকাশ বিরোধী নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ত্রিপুরায় ৭৬ দিনের চাল সহ রেশন সামগ্রী যথেষ্ট মজুত রয়েছে। তাছাড়া, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আজ বিধানসভায় করোনা ভাইরাস নিয়ে জনস্বার্থ বিষয়ক আলোচনায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ত্রিপুরা সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর দাবি, মানুষ এখন বিপন্ন, তাই আমরা একত্রিত হয়ে সকলের সাহায্য করব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজ্য সরকার এপিডেমিক ডিজিস অ্যাক্ট ১৮৯৭ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেজ্জ পরিস্থিতি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায়ও আনা হয়েছে এবং মানুষের জমায়েত বন্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও হস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের রেশন সামগ্রী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ি নিয়ে যাওয়ার নিয়ম চালু করেছে সরকার।

তিনি বলেন, প্রতিবেশি দেশ থেকে মানুষের যাতায়াত বন্ধ করতে আখাউড়া চেক পোস্ট বন্ধ করা দেওয়া হয়েছে। গতকাল থেকে আন্তঃ রাজ্য বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ওই আদেশ ২৫ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইনের জন্য যেসব স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আগরতলার এনআইটি বিল্ডিং, সিপার্ড হস্টেল, আগরতলার কো-অপরাটিভ হস্টেল, দক্ষিণ ত্রিপুরার দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং, খোয়াইয়ে চাম্পাহাওর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং, উত্তর ত্রিপুরার রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং। তাঁর দাবি, আপৎকালীন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে গতকাল সারা রাজ্যে আরও ১২টি হস্টেল ও লজ-কে চিহ্নিত করা হয়েছে কোয়ারেন্টাইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একটি ফ্লোর আইসোলেশনের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে। আইসিইউ-কেও খালি বা মুক্ত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ পর্যন্ত ২৫৬ জন যাঁরা ভাইরাস কবলিত এলাকায় ভ্রমণ করেছেন তাঁদের নজরদারির মধ্যে রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বিধানসভায় ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। বিধানসভায় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের কথা বলা সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সেই সাথে অধক্ষ্যের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সোমবার বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। তারপর বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, এদিন বিধানসভার অধিবেশনের অন্তিম দিন ছিল। এদিনের বিজনেসে যেসব বিষয় উল্লেখ ছিল সেগুলি নিয়ে বিরোধী বেঞ্চের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হয়। যেহেতু বাজেট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা জরুরী তাই যাতে শুধু এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা হয়। অন্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা না করার জন্য। কিন্তু, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার বিধানসভা অধিবেশনে ওয়াক আউট করেন বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা। ছবি নিজস্ব।

মাতাবাড়িতে রেকর্ড কমল পর্যটক সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মার্চ।। করোনা ভাইরাস এর আতঙ্কে লোকসমাগম অনেকটাই কম একান্ন পিঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে। গত ক'দিন ধরেই পূণ্যার্থীদের লোকসমাগম কমতে শুরু করছে। ইদানিং একেবরেই কম হচ্ছে পুণ্যার্থীদের সমাগম।

এই ব্যাপারে মাতাবাড়ির এক ধুপকাঠি মোমবাতি ব্যবয়াসী জানান করোনা ভাইরাস এর দরুন মাতাবাড়িতে এখন লোকসমাগম খুব কম। এই ব্যাপারে মাতাবাড়ির এক পুরোহিত জানান অন্যান্য সময়ের তুলনায় পুণ্যার্থীদের লোক সমাগম খুবই কম হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাতাবাড়ির ম্যানেজার মানিক দত্ত বলেন এখন মাতাবাড়িতে বিদেশী কোনও পর্যটক আসছে না।

পুজো দিতে এবং ভোগ দিতে আগের মতো আর লাইন নেই। এদিকে উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাতাবাড়িতে নানা বিধি নিষেধ চালু হয়েছে। এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ শিবরাজ সিং চৌহানের

ভোপাল, ২৩ মার্চ (হি.স.) ।। দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির আবহে সোমবার রাতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। এদিন রাজভবনে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল লালজী ট্যান্ডন।

এর আগে ভোপালে বিজেপির দলীয় কার্যালয় দলের পরিষদীয় নেতারা মিলিত হন সেখানে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে শিবরাজ সিং চৌহানকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা রাজ্য সরকারের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ এছাড়াও এদিন রাত থেকেই রাজ্যের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যাবে নতুন সরকার। দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে শিবরাজের বার্তা করোনার ভয়াবহতার জন্য কোন রকমের আনন্দ উৎসব করা চলবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিধানসভায় আস্থা ভোটের আগেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৩ মার্চ ।। সিধাইয়ের তারাপুর বিওপিতে বিএসএফের এক জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত জওয়ানের নাম অনিল কুমার পাল। বাড়ি বিহার রাজ্যে। তারাপুর বিওপিতে কর্মরত ছিল। সোমবার সকালে অনিলকে দেখতে না পেয়ে অন্যান্য জওয়ানরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বিওপির সিগন্যাল ঘরে থার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান সহকর্মীরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিশানায় তপন চক্রবর্ত্তী ও মানিক দে

সিল করা হয়েছে অসমের সাথে যুক্ত দুটি বিকল্প সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চোরাইবাড়ি, ২৩ মার্চ।। গোটা রাজ্যেই ইন্দো-বাংলা সীমান্ত সিল হয়েছে তার সাথে দুটি বিকল্প সড়ক-যেগুলি আসামের সাথে যোগাযোগ বহন করত এন এইচ ২০৮ সাব্রুম কুকিতল সড়ক ও তারকপুর ককিতল সড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাতের আধারে উত্তর জেলার প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি ও কদমতলা থানা এলাকায় বহির্রাজ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রী কিংবা কর্মরত যুবকরা বহির্রাজ্য থেকে রাজ্যে আসছে। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে সেই সকল ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তেমন তৎপর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তার সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার ও গুজব ছড়ালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কলতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার ও চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস। যেহেতু কদমতলা ও চুরাইবাড়ি এলাকাটি সীমান্ত এলাকা তাই বাড়তি সতর্ক বার্তা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২০৮ নং কুকিতল সাব্রুম বিকল্প জাতীয় সড়ক ও তারকপুর কুকিতল সড়কের নাকা পয়েন্ট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ প্রশাসন।

অপরদিকে ৮নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কটি উন্মুক্ত থাকলেও কোন বাস চলাচল করেছে না। শুধু পণ্যবাহী লরি ও ছোট ছোট ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ি রাজ্য প্রবেশ করছে। আর সেই সকল গাড়িগুলি রাজ্যে প্রবেশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম।

১০৩২৩ শিক্ষকের চাকরি বাতিল কমিশন গঠন করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ত্রিপুরায় ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের জন্য কারা দায়ী, খুঁজে বের করতে কমিশন গঠন করবে রাজ্য সরকার। আজ বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন গঠন করা হবে। ওই কমিশন ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ কাদের জন্য বিপন্ন হয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বের করবে।

আজ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের অন্তিম দিনে উল্লেখপর্বে মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের ১০৩২৩ শিক্ষকদের অশিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে নোটিশের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আদালতের মতামত জানার জন্য ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করবে। তবে, বাঁকাপথে কীভাবে চাকরি হয়েছিল তা খুঁজে বের করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর কথায়, ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ বিপন্ন। কিন্তু যাঁদের অপকর্মের জন্য ওই সব শিক্ষকের সর্বনাশ হয়েছে তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁর প্রশ্ন, কেন ওই শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়েছে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা দরকার। তাই তিনি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। এতে দোষীদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর ওই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি কালবিলম্ব দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন গঠনে সম্মতি দেন। শীঘ্রই কমিশন গঠন করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়োগ করার সময় তৎকালীন সরকারের নিয়োগ নীতি ছিল। কিন্তু, নিয়োগ নীতি থেকে যেমন খুশি নিয়োগ করা যায় না। তাই, ওই চাকরি বাতিলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাস ক্রয়ে কেলেঙ্কারি, লেজেগোবরে হওয়ার আশঙ্কায় বিরোধীদের ওয়াক আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। রাজ্যে বাস ক্রয়ে দুর্নীতির ঘটনায় বিধানসভায় লেজেগোবরে হওয়া আশঙ্কা থেকেই বিরোধীরা অধিবেশন বয়কট করলেন। অনন্ত বাজেট নিয়ে আলোচনা ছাড়া অন্য বিজনেসে আপত্তির নেপথ্যে বাস ক্রয়ের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা এড়ানো কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছে। আজ বিধানসভায় উল্লেখপর্বে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহার বাস ক্রয়ে দুর্নীতি নিয়ে নোটিশের জবাবে পরিবহন মন্ত্রীর বিবৃতি না শুনেই ওয়াকআউট করেছেন বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, বাজেট নিয়ে আলোচনা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু, তাদের ওই দাবি মানেননি অধ্যক্ষ। তাই তারা ওয়াকআউট করেছেন। অবশ্য, তাদের ওয়াকআউটের সাথে সাথেই ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা বিদ্রুপ করে বলেন, দুর্নীতি নিয়ে আলোচনায় মুখ লুকিয়ে পালালেন বিরোধীরা।

আজ বিধানসভায় পরিবহন মন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেন, ২০০৯ সালে জেএনএনইউআরএম প্রকল্পে ১৭৩টি বাস কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই বাস ক্রয়ে ৪৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিলো। তিনি বলেন, প্রথম কিস্তিতে ৭৫টি বাস ক্রয় করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা দিয়েছিলো। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি ১১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। অব্যয়িত থাকে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। গাড়ি ক্রয় করা হয় ৭০টি। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, ৫টি গাড়ি কোথায় গেলো।

তাঁর দাবি, দ্বিতীয় প্রকল্পে ২০১৫ থেকে '১৮-র মধ্যে ৭৩টি বাস ক্রয় করা হয়। মোট ব্যয় হয় ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। তৃতীয় কিস্তিতে ২৭টি বাস ক্রয় করা হয়। যার মূল্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১৬৩ ◘ ২৪ মার্চ ২০২০ইং ◘ ১০ চৈত্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সুযোগসন্ধানীরা সক্রিয়

চরম বিপদের মুহুর্তে দেশবাসী যে ঐক্যবদ্ধ হইতে জানে তাহার প্রমাণ হাতে হাতে মিলিয়াছে। মতাদর্শগত ফারাক, নীতিগত সংঘাত ও ক্ষমতা দখলের জন্য চরম নগ্নতা দেখিয়া অভ্যস্ত ভারতবাসী জানে বিপদের সময়ে এক ভারত, ঐক্যের ভারতের জয়ের পতাকা তুলিয়া ধরিতে। করোনা ভাইরাস মোকবেলায় বিশ্ব জুড়িয়াই যুদ্ধ চলিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার সকাল সাতটা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত জনতা কার্ফুর ডাক দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে আসমুদ্র হিমাচল জনতা কার্ফুর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এমন স্বতস্ফুর্ত ঐক্যের ঘটনা ইতিহাস হইয়া থাকিবে। করোনা মোকাবেলায় বিশ্বজুড়িয়া যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে ভারত ঐক্যের ছবি দেখাইয়াছে তাহা একটি রেকর্ড। আবারও প্রমাণ হইয়া গেল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের মূল শক্তি। করোনা মোকাবেলায় দেশকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হইতেছে। এই কঠিন লড়াইয়ে আমাদের ভবিষ্যতকে কতখানি সুরক্ষিত রাখা যাইবে তাহাই বড় কথা। বারবার মহামারীর কবলে ভারতবর্ষের মানুষকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষার মতো ব্যাধি মোকাবেলায় তখন কোনও ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিস্কার হয় নাই। এখন এইসব রোগ মোকাবিলায় সাফল্য মিলিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সাফল্যের জন্য কতদূর আগাইতে হইবে? সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে। এই পদক্ষেপের ভুল বার্তাও চারিদিকে ছড়াইতেছে। সোমবার একশ্রেণণীর ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের গলাকাটা শুরু করিয়া দিয়াছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র শুরু হইতে করিয়া সব কিছুই চড়া দামে বিক্রি হইতেছে।

প্রতিটি দূর্যোগে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা মানুষের গলাকাটে। সোমবার বিকেলেই গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, এক সপ্তাহের জন্য দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া যাইবে। এই প্রচারে জাগিয়া উঠে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা। সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়িয়া যায়। দাম যাই হোক চোখ বুঝিয়া কিনিবার রেকর্ড দেখা দিয়াছে। এক্ষেত্রে সরকারী প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন উঠিতে পারে। দূর্যোগের সময়ে গুজব ভয়ংকর ক্ষতি ডাকিয়া আনিতে পারে এরকম নজীরের তো অভাব নাই। সোমবার শাক সব্জির বাজারেও শুধু আগুন লাগে হইতে একেবারে দিনে ডাকাতির মতো ঘটনা। জিনিষপত্রের দাম একলাফে প্রায় দ্বিগুন হইয়া গিয়াছে। অভিযোগ আছে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি পাইকারী দোকানদাররা মজুত করিয়া রাখিয়াছে। দূরপাল্লার বাস, যাত্রীরেল বন্ধ ঘোষণা করায় এই ব্যবসায়ীরা মওকা পাইয়া বসে। তাঁহারা হয়ত ধরিয়াই নিয়াছে মালবাহী যানও আর আসা যাওয়া করিবে না। এই মওকায় মানুষের গলাকাটার বিরুদ্ধে তো তেমন প্রতিরোধ সরকারী তরফে নাই। প্রকাশ্যে দ্বিগুন দামে জিনিষ বিক্রি করার বিরুদ্ধে জনপ্রতিবাদও তেমন দেখা গেল নাা। প্রশাসন এক্ষেত্রে যেন নির্বিকার। ক্রেতাদের গলা কাটিয়াছে যেসব ব্যবসায়ীরা তাহাদের চিহ্নিত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাহা না হইলে এই ভয়ানক দূর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন হইবে। বন্যা মহামারীতে অমানবিক কান্ডে মাতিয়া উঠে। তাহাদের বিরুদ্ধেই তো আজ সবচাইতে আগে ব্যবস্থা নিতে হইবে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই ভয়ানক যুদ্ধে সাফল্য পাইতে হইলে সুযোগ সন্ধানীদের চিহ্নিত করিয়া কঠোর ব্যবস্থা নিতে হইবে। এই দূর্যোগে যেসব ব্যবসায়ী দিনে ডাকাতি করিয়াছে তাহাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে।

করোনা আতঙ্কের ঊর্ধ্বে উঠে কর্তব্যে অবিচল সাংবাদিকেরা

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স) করোনা ভাইরাসের ত্রাসের সামনে দাঁড়িয়েও কর্তব্যে অবিচল সাংবাদিকেরা. চিকিৎসক , নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ ও অন্যান্য জরুরী পরিষেবার মতোই নিরবিচ্ছিন্নভাবে করোনা পরিস্থিতিতেও নিজেদের কর্তব্য পালনে অবিচল এ রাজ্যের সাংবাদিকেরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও খবর সংগ্রহ ও সঠিক তথ্য রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর বঙ্গীয় সাংবাদিককুল। প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের কর্তব্যের প্রতি অবিচল তারা। বীরভূমের জেলা সাংবাদিক হেমাভ সেনগুপ্ত নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যেমন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশকে করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজার সরবরাহ করছে সরকার। কিন্তু এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত সাংবাদিকেরা। কার্যত ঝুঁকি নিয়েই খবর সংগ্রহের জন্য বেরোতে হচ্ছে বহু সংবাদদাতাকে। হেমাভ বাবুর কথায় ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিক থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালে আসা রোগীদের খবর করতে ঘটনাস্থলে যেতে হচ্ছে ফলে মাস্ক, স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা একজন সাংবাদিককে নিজেকেই করতে হচ্ছে। আর পাঁচটা মানুষের মতন সাংবাদিকদেরও পরিবার আছে তাদেরও বাবা-মা, পুত্র কন্যা রয়েছে।. বাড়ি ফিরে অনেক সময় ইচ্ছে করে নিজের সদ্যজাত সন্তানকে জড়িয়ে ধরি কিন্তু তখনই করোনার আতঙ্ক গ্রাস করে। তার দাবি নিয়মিত সাংবাদিকদের সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত।

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর মনে এক উৎকন্ঠা কাজ করছে কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে সেই উৎকণ্ঠাকে উড়িয়ে দিয়েছেন রক্তিমা দাস। তার কথায় ঝুঁকি আছে জেনেই এই পেশাতে আসা। যেসব সাংবাদিক বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে দাঁড়িয়ে খবর সংগ্রহ করে চলেছেন তারা স্রেফ মাইনের জন্য সেই কাজ করছেন না। সাংবাদিকতা প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা থেকে ঝুঁকি সত্বেও এই কাজ করে চলেছেন তারা। প্রশাসনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রক্তিমা বলেন যে কলকাতা কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের প্রবেশের পথে তাদেরকে স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতার একটি নামি বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক অনুপাম পাত্র বলেন যে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় ৭২ ঘন্টা খুব কাছ থেকে করোনার ভয়াবহতার সাক্ষী থেকেছেন তিনি। করোনায় মানুষের আর্তনাদ কি পর্যায় যেতে পারে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে অনুপম বলেন, শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কিনা তা তা জানতে স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে কাতর আরতি জানায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বহু মানুষ। করোনা পরিস্থিতিতে আতঙ্কে ঊর্ধে উঠে কাজ করে চলেছে সাংবাদিকেরা। বাড়িতে বসে থাকলে এই পেশায় কাজ করা যায় না ফলে করোনার মধ্যেও বেরোতে হচ্ছে অনুপমের মতন বহু সাংবাদিককে। অনুপমের মতে মানুষের মধ্যে গিয়ে খবর সংগ্রহ করার সময় একজন সাংবাদিকের জানা সম্ভব নয় কার শরীরে মারণ এই ব্যাধির ভাইরাস আছে কিনা। ফলে ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে তাদের। কার্যত ডেড জোনে দাঁড়িয়েই কাজ করে চলেছেন অনুপম পাত্র।

কলকাতা প্রেস ক্লাবের পরিচালন সমিতির সদস্য হীরক কর এই প্রতিবেদককে জানান, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রেসক্লাব। এই কদিন পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবটি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সর্তকতা অবলম্বন না করলে ভারতে ইতালির মতন হতে পারে। সম্প্রতি করোনা আতঙ্কে একটি টিভি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

হুগলির জেলা সাংবাদিক সমিত সিনহা এই প্রতিবেদককে বলেন, জেলার ষাটোর্ধ সাংবাদিকেরা ইতিমধ্যেই বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন তার কথায় বাকি সাংবাদিকেরা ঝুঁকি নিয়েই খবর সংগ্রহ করতে হাসপাতাল ও ভিন রাজ্য এবং বিদেশ থেকে আসা লোকেদের সঙ্গে কথা বলছেন খবর সংগ্রহের তাগিদে। তার কথায় করোনা সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে খবর সংগ্রহের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তিনি। তার কথায় বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ করে চলেছেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের সাংবাদিক চন্দন সেনাপতি এই প্রতিবেদককে বলেন, সমস্ত রকমের সুরক্ষা নিয়েই খবর সংগ্রহ করতে বেরোতে হচ্ছে তাকে। বাড়িতে এসেও নিজেকে শোধন করে নিচ্ছেন তিনি।.

‘কোভিড-১৯’ কি জৈব-রাসায়নিক যুদ্ধের মহড়া

জয়ন্ত ঘোষাল

সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুল প্রচারিত একটি মন্তব্য এতদিন বাঙালি বিলেতফেরতডাক্তার দেখছে, এবার দেখল বিলেতফেরত রোগী। আপাত-লঘু মন্তব্য। কিন্তু এর মধ্যে আছে বাঙালির দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শ্লাঘার উপর এক তীব্র কষাঘাত। করোনা বাইরাসের মহামারী দৌরাত্ম্যর পরও যদি আমরা ‘ভাল’, ‘দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন’ নাগরিকের পরিচয় দিতে না পারি, তেবে এ দুঃসময় আরও জটিল, আরও প্রলম্বিত হতে পারে।

পৃথিবীতে চিনের পর প্রথম কোন দেশ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হল? ইতালি -ইতালির সবচেয়ে ধনী শহুরে নাগরিক এলাকায় এই রোগটির ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির রাজশক্তি ভেবেছিল ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির রাজশক্তি বেভেছিল, এ সমস্যা সামলে নেবে। প্রথম দিকটিতে সেই অর্বাচীন বিলেতফেরত বঙ্গসন্তান রোগীটির মতোই বাহভাব ছিল ওদের। ‘ডোন্ট কেয়ার’। তারপর? দেশে নিউমোনিয়া-করোনার প্রকোপের মোকাবিলায় ভেন্টিলেটর আর অক্সিজেনই কম পড়ে গেল।

চিন বাদ দিয়ে ১১২ টি দেশে করোনার থাবা প্রসারিত। ইতালিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ‘ওয়ার্ল্ড ক্লাস’—এমনটাই রাষ্ট্র সংঘ পর্যন্ত মানত। কিন্তু সেই ইতিলিতে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব আর কিঞ্চিৎ বেশি গণতন্ত্র, অত্যাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যর সামাজিকতা দেশটাতে মড়ক লাগাল। চিন অবশ্য যা করেছে, যা করতে পেরেছে— তা ইতিলি পারেনি, আমেরিকাও পারবে না। আমরা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কীভাবে কতটা পারব জানি না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একদলীয় শাসনের সুবিধা নিয়ে চিনা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ‘ব্রুটাল কোয়ারেন্টিন’ অর্থাৎ , বাধ্যতামূলক জমননীতির সাহায্যে একঘরে করেছে দেশের মানুষকে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি যতই বলুন, ভারতের মতো গণান্ত্রিক কাঠামোয় তা কি করা সম্ভব? প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘটনা জানার পর একবার ইউহান গেলে, তারপরই নিয়ন্ত্রণের চিনা অপারেশ। স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে যেসব দেশে এক বিশ্বজনীন জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে, সেসব দেশে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হচ্ছে। যেমন ব্রিটেন। কিন্ত আমেরিকার মতো দেশে যেখানে বেসরকারি বাণিজ্যিক হাসপাতাল এখনও বেশি ক্ষমতাশালী লবি, সেখানে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ কঠিন। আমেরিকায় ২৮ মিলিয়ন মানুষ এখন ও স্বাস্থ্যবিমার অধীনে নয়, ১১ মিলিয়ন মানুষ অবৈধ বসবাসকারী।

করোনা ভাইরাস নিয়ে আরও সমস্যা হল, এখনও এই ভাইরাসটি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে খুব বেশি কিছু জানি না। দ্বিতীয়ত, এই ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করে যেভাবে দ্রুত বড়াচ্ছে—ইতালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে সে গতি আটকানো গেলেও, এখানে আমাদের গবেষক, চিকিৎসক ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষে তা আটকানো সম্ভবপর তো?

এখনও পর্যন্ত করোনার প্রকোপ গোটা দুনিয়ায় এবং আমাদের দেশে যা দেখা যাচ্ছে, তার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। বাজার-দোকান বন্ধ বিশ্ব বাজারের আমদানি-রফতানি শেয়ার বাজার সবই এক চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখ। বাজার যদি স্তব্ধ হয়ে যায়, রাজস্ব সংগ্রম যদি না হয়, তবে কর্মসংস্থান তথা জীবিকা কীভাবে চলবে? পরিস্থিতিতে কী পরিবর্তন হবে জানি না, কিন্তু ইতিমধ্যেই যা হয়ে গিয়েছে তাতেই সংকট যথেষ্ট গভীর। এমনিতেই বিশ্ব তথা ভারতের আর্থিক অবস্থা খারাপই ছিল। সেখানে করোনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দিল ।

এখন তাই ক্ষুদ্র রাজনীতি ভুলে, পারস্পরিক দোষারোপ ভুলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে পাশে এসে দাঁড়াক---সেটাই কাম্য। চিন অভিযোগ করেছে, মার্কিন সেনাবাহিনী ইউহানে এই ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আমেরিকার প্রচার চিন হল এই ভাইরাসের আঁতুড়ঘর, এখান থেকেই পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, অতএব এ হল চিনের জৈব রাসায়নিক যুদ্ধের রিহার্সাল। আনুষ্ঠানিকভাহে রাষ্ট্র বা সরকার নিয়, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই প্রচার চলছে।

আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই প্রচার চলছে। আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে কোনও জিনিস প্রচার করতে কোনও অসুবিধা নেই। কোনটা যে ‘সত্য’ আর কোনটা যে ‘মিথ্যা’ ---কে বিচার করবে? সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে ‘ফের নিউজ’-এর দৌরাত্ম্যে। এ হল উত্তর-সত্য যুগ। তবে এ গুজবের বাস্তব ভিত্তি হলএকটি উপন্যাস। মার্কিন ঔপন্যাসিক ডিন কুন্ট্‌জ-এর লেকা ‘দ্য আইজ অফ ডার্কনেস’-এর একটা পাতাও এখন ‘মহামারী’। ১৯৮১ সালে এই উপন্যাস যখন প্রকাসিত হয়, তখন ওই পাতায় ভাইরাসের নাম কিন্তু লেখা ছিল ‘গোর্কি -৪০০’। রুশ -মার্কিন চরম ‘ঠান্ডাযুদ্ধ’-র সময়ই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ‘পেরেস্ত্রৈকা’-র পর যখন দু’-দেশের মধ্যে ‘ঠান্ডাযুদ্ধ’-র অবসান হয়, তখন কুন্ট্‌জ সাহেব গোর্কি বাদ দিয়ে মারণ ভাইরাসটির নাম দিলেন ‘ইউহান-৪০০’। বইটি ১৯৮৯ সালে সংশোধিত হয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত হয়।

আসলে ‘ঠান্ডাযুদ্ধ’-র পর ততদিনে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে চিন। ‘সিএনএন’ ও ‘সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট’ সম্প্রতি এসব তথ্য প্রকাশ করে আবার বাজার গরম করেছে। ’৮১ সালে ‘লেই নিকোলুস’ ছদ্মনামে ডিন কুন্টজ বইটি লেখেন, তারপর ’৮৯ সালে তিনি নিজের নামেই বইটি প্রকাশ করেন। তবে এখানেও তথ্য বিভ্রান্তি আছে। লেই নিকোল্‌স নাকি অন্য আর একজন ব্যক্তি ছিলেন, তা ‘ছদ্মনাম’ ছিল না। (তবে ইউকিপিডিয়া যা সাধারণ তথ্য পেতে মানুষের বেসিক সোর্স, সেখানে স্পষ্ট বলা যে, লেই নিকোল্‌স ছদ্মনাম-ই)

জৈব রাসায়নিক যুদ্ধের সম্ভাবনা ও তার আগাম সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কে আমার জ্ঞঅন কম। প্রবীণ সাংবাদিক তুলসী দত্ত, রূদপকুমার বসু ও শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এ ব্যাপারে বহু প্রবন্ধ লেখেন। জে মিলার, এস এন্ড্রেলবার্গ ও ব্রডের বিখ্যাত বই ‘জার্মস’। তাতেও এ ব্যাপারে আগাম অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় না, নিজের দেশের এত লোকসান করে চিন বা আমেরিকা কেউ ই এ কাজ করবে। তাই আজ এসব গুজবাভিত্তিক বৈরীর আবহকে না বাড়িয়ে বরম ইচিত যৌথভাবে এই ভাইরাসের মোকাবিলা করা। দেখুন, এই ভাইরাস আজ কীভাবে ভারত ওপাকিস্তান, এই দু’টি দেশকেই কাশ্মীর সংকট ভুলিয়ে ঐক্যের মঞ্চে দাঁড় করিয় দিয়েছে। অনেক দিন পর কাঠমান্ডুতে দুটো দেশ মিলিত তো হল। প্রত্যেক বছর এ সময় ২৩ মার্চ ‘পাকিস্তান দিবস’ কেন্দ্র করে দিল্লিতে টেনশন বৃদ্ধি পায়। পাক হাই কমিশনের আমন্ত্রণ জানানো হয় হুরিয়াত নেতাদের। সেখানে এ বছর পাকিস্তান দিল্লি দূতাবাসে এই অনুষ্ঠানটির বাতিল করে দিয়েছে।

ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন—দুই পক্ষ করোনা নিয়ে আলোচনায় বসছে। হয়তো দেখব উত্তর কোরিযা আর কোরিয়াও কথা বলছে এই ভাইরাস নিয়ে এই ভাইরাস যেহেতু পর্যচনের সঙ্গে যুক্ত,তাই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত বন্ধ করতে হচ্ছে। সব রাষ্ট্রই সুরক্ষিত থাকার জন্য বাইরের সঙ্গে যোগাযাগো বন্ধ করছে। ‘কোয়ারেন্টিন’ নামক (অধুনা জনপ্রিয়তম) শব্দটির আভিধানিক উৎসেও আছে ‘বন্দবের নিষেধাজ্ঞা’ রোগ সংক্রমণের প্রসার বন্দ করার জন্য বন্দর এলাকায় যখন যাত্রীদের আলাদা করে রাখঅ হত, তখন তাকে বলা হত ‘কোয়ারেন্টিন’। আজ আবার সব দেশ নিজেদের ‘একঘরে’ করতে উদ্যত। আপাতত আমরাও তা করতে বাধ্য। সরকার করলেও তা মানতে হবে। গণতন্ত্রে নামে রোগীর যত্রতত্র বিচরণ সমর্থনযোগ্য নয়।

তবে এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ‘একঘরে নীতি’ বিশ্বায়নের সামাজিকতাকে যেন আঘাত না করে, কারণ একদিকে যেমন জাতীয় স্বার্থ দেখতে হবে ঠিক সেভাবেই সমস্ত দেশকে সমস্ত ভেদজ্ঞান ভুলে একত্রিত হতে হবে। মোকাবিলা করতে হবে করোনার। প্রয়োজন ভারসাম্য। একদিকে চাই বিশ্ব-ঐক্য সংহতি, অন্যদিকে কোয়ারেন্টিনের জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষকে বাধ্য করা। গণতন্ত্র আর এই নির্দেশের মধ্যেও চাই সামঞ্জস্য। চিনের মতো ‘দমননীতি’ নয়, কিন্তু তাই বলে বিমানবন্দ্র প্রত্যেক নাগরিকের পরীক্ষা হচ্ছে বলে অসহিষ্ণু ভারতীয়দের যখন টিভি ক্যামেরার সামনে চিৎকার করে সরকারকে গালি দিতে দেখছি, তখনও মন হচ্ছে এহেন অসহিষ্ণুতা আজ মোটেই কাম্য নয়। বরং প্রত্যাশ্যা একটাই দুনিয়ার গবেষক বিজ্ঞানীরা একত্র হয়ে খুব শীঘ্রই এই ভাইরাসেরও প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন, যেমনটা পেরেছেন অতীতে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে সাবধান

দীপঙ্কর সরকার

এরই মধ্যে আমাদের দেশের প্রায় ১৬০ জানের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। অত্যন্ত ছোঁয়াচে হবার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ সংক্রমিত হচ্ছেন। আর এই কারণেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিশেষ সতর্কতা নেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই ভাইরাসটির উৎপত্তি এবং চরিত্র সম্পর্কে এখনও বিশেষজ্ঞরা অনেক কিছুই জানতে পারেননি। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে কোভিড ১৯ ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং এই জীবাণু মানুষের থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আক্রান্তের ৬ ফিট নাগালের মধ্যে থাকলে সুস্থ মানুষের রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রান্ত মানুষটির হাঁচি, কাশি, নাক ঝাড়া বা নাকে মুখে হাত দিয়ে সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে এলে অন্য জনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি প্রবল। সব থেকে মুশকিল হল জীবাণু সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছে যায়।

কাদের মারাত্মক হয়ে ওঠার ঝুঁকি বেশিঃ-

মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের কোনও অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি তাই যে কেউই রোগীর সংস্পর্শে এলে রোগাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারেন। রোভিড ১৯ ভাইরাসের মারাত্মক হয়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে। এছাড়া যারা হার্ট, ফুসফুস বা ক্যানসারের মত অসুখে ভুগছেন ডায়বিটিস আছে অথবা কোনও কারণে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কামে গেছে তাঁদের ক্ষেত্রেই কোভিড ১৯ ভাইরাস নিউমোনিয়ার মত মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রাণহানির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সতর্ক হতে হবেঃ-

আমাদের দেশে ১৬০ জন মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। যারা কাজের সূত্রে চিন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ নানান জায়গা থেকে দেশে ফিরছেন বা বিদেশ থেকে ভারতে আসছেন। তাঁদের থেকেই এই রোগে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। বৈকি। আর এই কারণেই কোভিড ১৯ ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেশের চিকিৎসকদেরও সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিকিৎসা ও টিকাঃ-

প্রথমেই জানাই এইসংক্রমণের কোনও নির্দিষ্টটিকিৎসা নেই। উপসর্গ ভিত্তিক কষ্ট লাঘবের জন্য কিছু চিকিৎসা করা হয়। এখনও পর্যন্ত কোভিড ১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনও টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিজ্ঞানিরা এই ভাইরাসের ডিএনএ শনাক্ত করেছেন, আশা করা যায় অচিরেই এই জীবাণু আটকানোর টিকা পাওয়া যাবে।

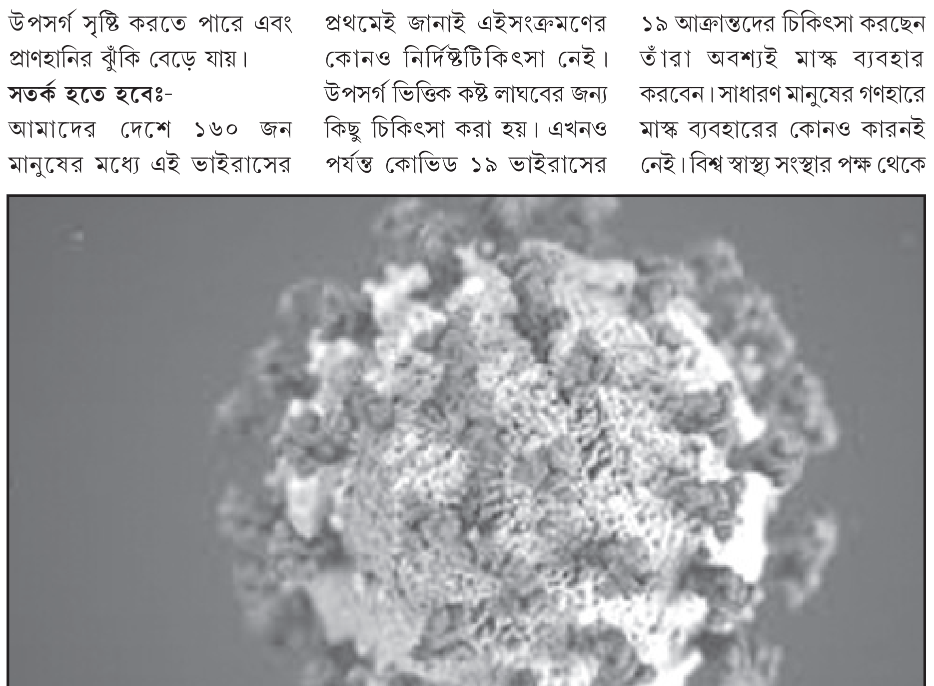

ফেস মাস্ক প্রয়োজন কিঃ-

যাদের কোভিড ১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে। তাঁদের মাস্ক ব্যবহার করাউচিৎ। যারা হেলথ কেয়ার সার্ভিসে আছেন তাঁদেরও বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। আর যারা কোভিড ১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা করছেন তাঁরা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন। সাধারণ মানুষের গণহারে মাস্ক ব্যবহারের কোনও কারনই নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহারের আগে সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে তবেই মাস্ক পরা উচিৎ। সঠিকভাবে মাস্ক পর দরকার এবং ভিজেলাগলে অবশওই পরিবর্তন করে নিতে হবে। কারনের স্ট্র্যাপ ধরে মাস্ক খোলা পর করা উচিৎ। যেখানে সেখানে মাস্ক ফেলা অনুচিত।

কোভিড ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়ঃ-

করোনা গ্রুপের কোভিড ১৯ ভাইরাসের চরিত্র সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখন অনেক তথ্য জেনে উঠতে পারেননি। সাধারণ জ্বর সর্দির মতই এই অসুখের প্রাথমিক উপসর্গ। বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝতে পারছেন না কিছুদিনের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রকোপ কমে যাবে নাকি আরও মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। দেখা গেছে সাধারণ ভাইরাল ফিভার ও সর্দি কাশির মত উপসর্গ দিয়ে রোগের সূত্রপাত হলেও বয়স্ক মানুষ আর যাদের হার্ট ও লাংস সহ অন্যান্য কোনও অসুখ আছে তাদের ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে সচেতন হয়ে সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যেস গড়ে তুলতে পারলে এই অসুখর হাত এড়ানো যায়।

সাবান দিয়ে হাত ধুতেই হবেঃ-

খাবার আগে তো বটেই নাকে মুখে চোখে হাত দেবার আগে অবশ্যই ভাল করে সাবান দিয়ে রগড়ে হাত ধুতে হবে, অসুবিধে থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ভাল করে হাত ধোয়া দরকার। কোভিড ১৯ ভাইরাস ঠিক কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেই বিষয়ে এখনও চিকিৎসকরা নিশ্চিত নন। তবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চিত। হাঁচি কাশির সঙ্গে বাতাস বাহিত হয়ে ছড়ানোর পাশাপাশি সর্দি বা লালার মারফৎ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে। তাই মুখে, চোখে ও নামেক হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে। তাই খাবার খাওয়ার আগে তো বটেই নাকঝাড়া, হাঁচি ও কাশির পরপরই সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁদের ওয়েবসাইটে কোভিড ১৯ সম্পর্কে যেসব তথ্য জানাচ্ছেন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

কাজের দরকার বা অন্য কারণে বাইরে যেতে গেলে যে সব নিয়ম মেনে চলা দরকার তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। জি বা নিকটজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অবশ্যই চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। যদি জ্বর, সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ও হাত পা ব্যাথার মত উপসর্গ হয় তবে অবিলম্বে সাবধান হন। বিদেশ থেএক এসেছেন এমন কারও সংস্পর্শে আসেন তবে বশ্যই ডাক্তারকে সে কথা জানান। কোভিড ১৯ পরীক্ষার পাশাপাশি অন্যের মধ্যে যাতে অসুখ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সবাইকে। সাধারণ বাইরাল ফিভার হলে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও সঠিক পথ্য নিন, দরকার হলে ওষুধ খান। অযথা আতঙ্কিত হবেন না, আর গুজব ছড়াবেন না।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

জল্পনার অবসান, আগামীকাল ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে অসমে লকডাউন, ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : অবশেষে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরকারিভাবে আগামীকাল ২৪ মার্চ থেকে অসমেও লকডাউন ঘোষণা করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সোমবার সন্ধ্যায় জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করে মন্ত্রী জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয় (৬:০০)-টা থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে লকডাউন অর্থাৎ তালাবন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গুয়াহাটি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অসমের সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম অধিকর্তার সঙ্গে কোভিড-১৯ (নোভেল করোনা ভাইরাস) সংক্রমণের বিভীষিকার ব্যাপারে মত বিনিময় করে সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন। মহামারি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে সব জেলার সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬-টা থেকে ৩১ মার্চ মধ্যরাত ১২:০০টা পর্যন্ত অসমে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হলো। তবে অত্যাবশ্যক পরিষেবা যথারীতি চলবে। যে সব খোলা থাকবে সেগুলো যথাক্রমে মুদি দোকান (গ্রোসারি), ওষুধের দোকান (ফার্মাসি), পেট্রোল পাম্প খোলা থাকবে। তাছাড়া অব্যাহত থাকবে ব্যাংক, ট্রেজারি, অ্যাম্বুলেন্স-সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অগ্নিনির্বাপকের গাড়ি। এর বাইরে সব কিছু বন্ধ থাকবে। লকডাউনের আওতায় থাকবে সরকারি বেসরকারি সব কার্যালয়, গ্রোসারি ছাড়া অন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বাজারহাট, গণ-পরিবহণ ব্যবস্থাও। বন্ধ থাকবে শিল্প প্রতিষ্ঠান।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, দিনমজুর কিংবা বিপিএলভুক্তদের জন্য অসম সরকার দু-একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশনের চাল, ডাল বিনামূল্যে সরবরাহ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, লকডাউনের সময়কালে রাজপথে বেরোতে পারবেন না কেউ। মন্দির-মঠ, মসজিদে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লকডাউনের বিধি লঙ্ঘন করলে প্রাথমিকভাবে ৬ মাস এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির নানা ধারা বলে ২ বছর কারাদণ্ড হবে বলে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত, আজ গোটা দিন রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্য সরকারি হাসপাতালে সশরীরে গিয়ে কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার পর্যবেক্ষণ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা ২৩ মার্চ: বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এ সময় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকবে। তাছাড়া করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে মঙ্গলবার বাংলাদেশে সেনাবাহিনী নামছে। তারা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন। সোমবার বিকালে করোনাভাইরাস নিয়ে সচিবালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। মন্ত্রী জানান, মঙ্গলবার থেকে বিভাগীয় ও জেলাশহরগুলোতে সামাজিক দূরত্ব এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্তার জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দিতে সেনাবাহিনী নিয়োজিত হবে। গণপরিবহনের সব চালক ও সহকারীদের মাস্কসহ প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সময় কাঁচাবাজার, ওষুধের দোকান, খাবারের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির দোকান ছাড়া অন্য সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে সব ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে ৫০০ চিকিৎসকের একটি তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ ছুটির সময় গার্মেন্টস কারখানা খোলা থাকার ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, গার্মেন্টসের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে।এসময় উপস্থিত ছিলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, তথ্যসচিব, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (পিআইও)। বাংলাদেশে এই পর্যন্ত ৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আজ থেকে ডিমা হাসাওয়ে লকডাউন

হাফলং (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : কোভিড-১৯ (নোভেল করোনা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ বাড়ছে ভয়াবহ ভাবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ডিমা হাসাও জেলায় পাঁচ দিনের জন্য লক ডাউন ঘোষণা করেছে। ২৪ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় লকডাউন ঘোষণা করছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। তবে সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের ঘোষণা করায় ডিমা হাসাওয়েও স্বাভাবিকভাবে তা কার্যকর হবে।

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে সিইএম দেবোলাল গারলোসার নেতৃত্বে বিজেপি শাসিত কার্যনির্বাহী সমিতি সোমবার দুপুরের দিকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সোমবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নর্মাল সেক্টরের প্রধান সচিব মুকুট কেম্প্রাই এ সম্পর্কিত এক নির্দেশিকা জারি করে আগামী পাঁচদিনের লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সে অনুযায়ী ২৪ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ সব সরকারি বেসরকারি কার্যালয় বন্ধ থাকার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। তবে জরুরিকালীন সব পরিষেবা যেমন স্বাস্থ্য, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান যথারীতি উপলব্ধ থাকার কথা বলা হয়েছিল। নির্দেশিকায় সরকারি কর্মচারীদের নিজের বাড়িতে বসে সরকারি কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়।

এদিকে আজ সকাল ৮-টায় জনতা কার্ফু শেষ হওয়ার পরই হাফলং শহরে সমস্ত দোকান পাট, বাজার হাট খুলে দেওয়া হয়। আর বাজার হাট খোলার পরই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সরকারের পক্ষ থেকে যে সব নিয়ম নীতি দেওয়া হয়েছিল তা লঙ্ঘন করে হাফলং শহরের বাজারে জনগণ হুড়মুড় করে কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাজারের দোকানগুলিতে উপচে পড়ে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে একজন আরেক জনের থেকে এক মিটার দূরত্বও বজায় রাখেননি। তাই লকডাউন ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না প্রশাসনের। কারণ এখনও মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে তেমন সজাগতা আসেনি তা সোমবার হাফলং বাজারে পরিলক্ষিত হয়েছে।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় রাজ্য সরকার আগামীকাল (২৪ মার্চ) সন্ধ্যা থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা করেছে। ফলে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ডিমা হাসাওয়েও ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের কার্যকাল বাড়বে বলে জেলা প্রশাসনের এক সূত্র জানিয়েছে।

করোনায় বাংলাদেশে ৩ জনের মৃত্যু আক্রান্ত ৩৩

মনির হোসেন,ঢাকা ২৩ মার্চ: বাংলাদেশে করোনায় আরও ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ জনে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ জনে। এই ৩৩ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পাঁচজনই। সোমবার বিকেলে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, দেশে করোনাভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে দেশে এ ভাইরাসে মারা গেছেন মোট তিনজন। গত ২৪ ঘন্টায় সন্দেহভাজন হিসেবে আরও ৫৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে আরও ছয়জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ তিনজন নারী তিনজন। একজনের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, একজনের ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, দুজনের বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং একজন ষাটোর্ধ ও একজন সত্তরোর্ধ। মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৬২০ জনের। সবমিলিয়ে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩। এই মুহূর্তে আইসোলেশন রয়েছেন করোনা নিশ্চিত এবং যাদের মধ্যে করোনা উপস্থিতি থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে অথবা যাদের মধ্যে কোনো উপসর্গ রয়েছে, এরকম সংখ্যা ৫১ জন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টাইন রয়েছেন ৪৬ জন।তিনি বলেন, যে ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ১৩ জনই বিদেশ থেকে এসেছেন। এর মধ্যে ইতালির ছয়জন, যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন, ইউরোপের অন্যান্য দেশে থেকে দুইজন, বাহরাইন থেকে একজন এবং কুয়েত থেকে একজন এসেছেন। বাকি ২০ জনই হচ্ছেন ওই বিদেশ থেকে আসা ১৩ জনের মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে সংক্রমিত। আক্রান্তদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ রয়েছে ১১ জনের। এদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অবস্থা স্থিতিশীল। একজনের কিডনির সমস্যা থাকায় তার ডায়ালাইসিসও চলছে।জেলাভিত্তিক আক্রান্তের মধ্যে ঢাকার রয়েছেন ১৫ জন, মাদারীপুরের ১০ জন, নারায়ণগঞ্জে তিনজন, গাইবান্ধার দুইজন এবং কুমিল্লা, গাজীপুর ও চুয়াডাঙ্গার রয়েছেন একজন করে।

এবার হচ্ছে আন্তরাজ্য যাত্রী বিমান চলাচল

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : এবার র হচ্ছে আন্তরাজ্য যাত্রী বিমান চলাচল উ মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে দেশের ভিতরে সব যাত্রী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ২৪ এপ্রিল রাত ১২টা থেকে দেশের শহর থেকে শহরে সব বাণিজ্যিক, যাত্রী বিমান আসা-যাওয়া বন্ধ থাকছে।

বিমান কোম্পানিগুলিকে বলা হয়েছে, কাল রাত ১২টার আগে যাতে সব বিমান নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, তা তাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে না শুধুমাত্র মালপত্র, পণ্য সরবরাহকারী বিমান সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে।করোনাভাইরাস আক্রান্তদের বিদেশযাত্রার যোগ থাকায় বাইরে থেকে সংক্রামিত হয়ে দেশে ফিরছেন লোকজন, তাদের থেকে তা ছড়াতে পারে, এমন আশঙ্কায় রবিবার আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করে কেন্দ্র। এবার মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে দেশের ভিতরে সব যাত্রী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বেঙ্গালুরুতে হোম কোয়রান্টিনে থাকা ব্যক্তি ঘুরে বেড়ালে গ্রেফতারের হুঁশিয়ারি

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ (হি স): সারা দেশের সনে কর্নাটকেও বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই অবস্থায় হোম কোয়রান্টিনে থাকা কোনও ব্যক্তিকে যদি শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, ততণাততাঁকে গ্রেফতার করা হবে। সোমবার এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও।

এদিন তিনি বলেন, "এমন বেশ কিছু ফোন পাচ্ছি যে, কোয়রান্টিনের স্ট্যাম্প থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক জন শহরের বাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রেস্তরাঁয় যাচ্ছেন।" এর পরই তাঁর হুঁশিয়ারি, "এমন কোনও ব্যক্তিকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ১০০ নম্বরে ডায়াল করে জানান। ওই সব ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সরকারি কোয়রান্টিনে পাঠানো হবে।"

যাঁদের শরীরে কোয়রান্টিনের স্ট্যাম্প রয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ১৪ দিন বাড়িতে থাকা উচিত। কিন্তু সেই নিয়মকে অগ্রাহ্য করছেন অনেকেই। সংক্রমণ এড়াতে এদের গ্রেফতারের হুঁশিয়ারি দিলেন বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার।

উল্লেখ্য, করোনার হানায় দেশের মধ্যে প্রথম মৃত্যু ঘটেছে এই কর্নাটকেই। রাজ্যের কালবুর্গিতে গত ১২ মার্চ এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই কর্নাটকে ২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণ ঠেকাতে শাটডাউনের পথে হেঁটেছে কর্নাটক। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই জানিয়েছেন, রাজ্যের করোনা আক্রান্ত শহরগুলি যেমন, বেঙ্গালুরু রুরাল, মেঙ্গালুরু, মাইসুরু, কালবুর্গি, ধারওয়ার, চিক্কাবল্লাপুরা, কোদাগু, বেলগাভিতে লকডাউন চালু হয়েছে।

লক ডাউনের সুযোগে জিনিষের চড়া দাম বাঁকুড়ার পাইকারী বাজারে

বাঁকুড়া. ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যের পুর এলাকাগুলিতে লক ডাউন ঘোষনা করা হয়েছে। সোমবার বিকাল ৫টা থেকে লকডাউন বলবত হচ্ছে, সেই সুযোগে বাকুড়ার পাইকারী বাজারে সব জিনিসের দাম চড়া।রবিবার জিনিসের যা দাম ছিল চাহিদা বাড়তেই আজ একশো থেকে দেড়শো টাকা বেশি দর হাঁকছে ব্যবসায়ীরা, এমনই অভিযোগ উঠেছে।

বাঁকুড়া শহরের পাইকারী বাজার নূতনগঞ্জে গিয়ে জানা গেল রবিবার আটার দাম ছিল ১২৬০টাকা বস্তা, এদিন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৮০ টাকায়, সর্ষের তেল ১৫৫০ টাকা টান থেকে বেড়ে ১৬২০ টাকায়, চিনি ৩৫ ৮০ টাকা থেকে ৩৬৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।আলুর দাম ৭০০টাকা বস্তা বিক্রি হলেও চাহিদা বাড়তেই তা ৮০০টাকা বস্তার দাম হাঁকছে ব্যবসায়ীরা।আলুর আড়তে ভীড় ও দাম চড়া খবর পেয়ে পুলিশ এসে নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়।

এদিকে লকডাউনের জন্য সাধারন মানুষ জিনিসপত্র যোগাড় করতে সাত সকালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ব্যাপক ভীড় জমে যায় গোলদারী বা মুদিখানা দোকানে।প্রত্যেকেকেই ব্যাগ ভর্তি মালপত্র নিয়ে যেতে দেখা যায়।এই কারনে বাজারে ব্যাপক চাহিদা দেখা দেয়।মুদিখানার দোকানদার স্বপন দত্ত বলেন এত চাহিদা খদ্দেরদের যে তা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, আর এই সুযোগে ছয়ের পাতায়

করতালি দিয়ে জরুরী পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কুর্নিশ জানালো লোকসভা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যে সকল চিকিৎসক,নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা নিরন্তরভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন তাদের উদ্দেশ্যে সোমবার লোকসভায় প্রতিটি সংসদ হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানান।

সোমবার অধিবেশনের শুরুতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা রবিবারের জনতা কার্ফু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ও দিন বিকেল পাঁচটায় গোটা দেশবাসী হাততালি দিয়ে কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে জরুরী পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের যেভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন তার উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন অধিবেশন কক্ষে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, সেদিন রাজনীতি, মত ভিন্নতা, জাতপাতের ঊর্ধে উঠে ভারতের আত্মার পূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল। এদিন অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত সকল সাংসদদের উদ্দেশ্য করে ওম বিড়লা বলেন, নিজ কেন্দ্রে গিয়ে করোনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত প্রতিটি সাংসদের। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি সংসদের কাছে ওম বিড়লা আহ্বান করে বলেন, জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যেমন চিকিৎসক, সাফাই কর্মী নিরাপত্তারক্ষী, সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের উদ্দেশ্যে নিজ আসনে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়া উচিত। অধ্যক্ষের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক সংসদ নিজের স্থানে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেন। সেই সময় অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিনই ছিল লোকসভা অধিবেশনের শেষ দিন। প্রসঙ্গত গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

লকডাউনকে স্বাগত জানালেন পি চিদাম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি. স) : করোনা পরিস্থিতিতে একাধিক রাজ্যে লকডাউনকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম।

যে সকল রাজ্যে লকডাউন কার্যকর করা হয়েছে। সেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই বর্ষীয়ান নেতা।পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন লকডাউন নিছক একটি ছুটির দিন নয়। এটি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রতীক। তাই গুরুত্ব সহকারে তা পালন করা উচিত।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় পি চিদাম্বরম বলেন, লকডাউন করে একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খুব বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্রেফ নির্দেশ জারি করলে চলবে না। বাস্তবে তা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। প্রতিটি গ্রাম, শহর ও মফস্বলে এই লকডাউন একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বর্ষীয়ান এই নেতা আহ্বান করেন যে মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত সংবাদমাধ্যমের দ্বারা লকডাউন এর গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। এটি নিছক ছুটির দিন নয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা একান্ত প্রয়োজন উল্লেখ করা যেতে পারে, চিনা ভাইরাসে গোটা দেশে চারশোরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কের মাঝে আজও ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হল দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। গত দু'দিন অর্থাৎ শনিবার এবং রবিবারেও ঝড়বৃষ্টির দাপট চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির তীব্রতা বেশি ছিল পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয়। বীরভূম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতায় সোমবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। পূর্বাভাসকে সত্যি করে আজও হল ঝড়-বৃষ্টিউ

চৈত্রের শুরুতেও এ বছর তেমন গরম পড়েনি। মাঝেমধ্যে বৃষ্টির কারণে দিনের বেলায় গরম সহনশীল। ভোর রাতের দিকে তাপমাত্রা নিম্নগামী হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের কারণে আগামী কয়েক দিন ঝড়বৃষ্টি হবে।

বুধবার ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তেও পারে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ (-২) সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৫ (-২)। আগামী কয়েক দিন কলকাতার তাপমাত্রা এর আশপাশেই থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,২৩ মার্চ (হি. স) : দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেনসিং মাধ্যমে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী। ফিকি সি আই আই ও স্থানীয় বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন উ এছাড়াও প্রায় ১৮ টি শহরের স্থানীয় বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন উ সময় ভারতের অর্থনীতির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে ও দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উদ্বেগজনক জায়গয় চলে যেতে পারে। করোনা রোধে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। শিল্পপতিদের কাছে কর্মীদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম করানোর আবেদন করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কাউকে যাতে ছাটাই না করা হয় তারও আহবান করেছেন।

সোমবার শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডিওয়াইএফ এর কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

করোনা রোধে প্রশাসনিক উদ্যোগকে স্বাগত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি,২৩ মার্চ (হি.স) : করোনা ভাইরাস রোধে প্রশাসনের যাবতীয় উদ্যোগকে প্রশংসা করল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদে করোনা ভাইরাস রোধে সরকারের যাবতীয় উদ্যোগ প্রশংসা করে বলেন, প্রশাসনকে সকলের সহযোগিতা করা উচিত। এমনকি নিন্দুকেরাও করোনা রোধে প্রশাসনিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে দেশের সমস্ত ধর্মীয় স্থান করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটি পিটিশন দায়ের করা হয়। দেশের শীর্ষ আদালত এই সংক্রান্ত কোন নির্দেশিকা দিতে অস্বীকার করে। শীর্ষ আদালতে তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা রোধে সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সকলেই বলছে প্রশাসন ভালো কাজ করছে। ফলে প্রশাসনকে তার কাজ নির্বিঘ্নে করতে দেওয়া হোক।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে ''বিশেষ বন্ধু'' মিথিলার সঙ্গে সৃজিত, সঙ্গে শাহরুখ

রাফিয়াথ রশীদ মিথিলা... বাংলাদেশের বেশ পরিচিত মুখ। বেশকয়েক মাস ধরে দুইপারের টিনশেলটাউনে গুঞ্জন, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ''বিশেষ বন্ধুত্ব'' রয়েছে তাঁর। সৃজিতের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানেও দেখা মেলে তাঁর। এ বার ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবেও একসঙ্গে দেখা গেল তাঁদের। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়ে ছড়িয়ে পড়তেই চাপা গুঞ্জন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। তবে কি সত্যিই বিশেষ বন্ধুত্ব নাম নিতে চলেছে অন্য কোনও নাম, পরিচয়... তুঙ্গে উঠেছে জল্পনা।ছবিতে মিথিলা এবং সৃজিতের মাঝখানে দেখা গিয়েছে স্বয়ং কিং খানকে। শুক্রবার বিকেলেই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধন করতে শহরে চলে এসেছিলেন কিং খান। নেতাজি ইন্ডোরে বসেছিল চাঁদের হাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেশ ভট্ট, রাখি গুলজার... টলিউডের দেব, শুভশ্রী,নুসরত, মিমি...হাজির ছিলেন প্রায় সকলেই। যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন। মিথিলাকে নিয়ে হাজির ছিলেন সৃজিতও।দেখুন মিথিলার সঙ্গে সৃজিতের ছবিকিছু দিন আগে বাংলাদেশের পরিচালক ইফতেখার আহমেদ ফাহমির ব্যক্তিগত মুহূর্তের কিছু ছবিসোশ্যাল সাইটে কোনওভাবে লিক হয়ে গিয়েছিল। আর লিক হতেই তা দুই বাংলায় ভাইরাল হয়ে যায়। গোটা ঘটনায় মিডিয়াকে দুষেছিলেন মিথিলা। ফেসবুকের দীর্ঘ স্টেটাসে তিনি সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করার কথাও ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় মিথিলার পাশে দাঁড়ান সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁকে ''বাঘিনী''-র সঙ্গে তুলনা করে সৃজিত লেখেন, ''যত দিন যাচ্ছে তোমায় নিয়ে আরও গর্ব বোধ করছি।'' শুক্রবার বিকেল। ঘড়ির কাঁটা ৪টের ঘরে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তখন চাঁদের হাট। কে নেই মঞ্চে? সৌরভ-শাহরুখ থেকে মহেশ ভাট, গৌতম ঘোষ, রাখী গুলজার, মাধবী মুখোপাধ্যায়-সহ টলিউডের একঝাক তারকা। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব মানেই নিঃসন্দেহে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। দেশ-বিদেশ থেকে নামী পরিচালকদের আগমন ঘটে এই সময়। চলচ্চিত্র উতসবের প্রাণকেন্দ্র নন্দন চত্বরে চলে দেদার ফিল্মি আড্ডা। আর এবার চলচ্চিত্র উতসব নিয়ে সিনেপ্রেমীদের সেই উন্মাদনা আরও বেড়েছে। কারণ, এবার ২৫শে পা রাখল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব। আর অবসান ঘটল সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার। নজর কাড়ল সৌরভ এবং শাহরুংকের উপস্থিতি। দু''জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রদীপ জ্বালিয়ে ২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের সূচনা ঘটালেন শাহরুখ খান। থালি গার্ল হিসেবে সাহায্য করলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। উতসব মঞ্চে উপস্থিত বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খান, বলিউড পরিচালক মহেশ ভাট, গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, প্রবীণ অভিনেত্রী রাখী গুলজার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের তিন তারকা সাংসদ তথা টলিউড অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী নুসরত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তী। এছাড়াও, চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন কোয়েল মল্লিক, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, রুক্মিনী মৈত্র, ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, তনুশ্রী চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সৌরসেনী মৈত্র, অঙ্কুশ, পাওলি দাম, শতাব্দী রায়, ইন্দ্রানী হালদার-সহ আরও অনেকে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত অমিতাভ বচ্চন। চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে নতুন লোগো উদ্বোধন হল অনুষ্ঠান মঞ্চে।শাহরুখকে সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করে নিলেন সাংসদ নুসরত জাহান। শাহরুখ ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করানোর জন্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলার পরিচালকদের ধন্যবাদও জানালেন।উল্লেখ্য, এই প্রথমবার কলকাতা চলচ্চিত্র উতসবের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সদ্য বিসিসিআই চেয়ারম্যান তথা বাংলার ''দাদা'' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। সৌরভকে সংবর্ধনা জানালেন জিত গঙ্গোপাধ্যায়। রাখী গুলজারকে সংবর্ধনা জানালেন দেব। মঞ্চে আরও একবার খোশ মেজাজে দেখা গেল ''সড়ক'' জুটি মহেশ ভাট এবং যিশু সেনগুপ্তকে। উল্লেখ্য, এবার বাংলা সিনেমাও পা রাখল শতবর্ষে।মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভ বলেন, ''আমি বিশেষ কোনও স্পিচ তৈরি করে আসিনি। ধন্যবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবার শতবর্ষ পূরণ হল বাংলা সিনেমার। এই শহর দেখেছে সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটককে। যার জন্য সারা বিশ্ব চেনে ভারতীয় সিনেমা এবং বাংলা সিনেমাকে। সিনেমা নিয়ে নতুন প্রজন্মের উতসাহ দেখলেও ভাল। এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। কলাকুশলী থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই। যারা বাংলা ছবিকে আজ এই উচ্চতায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। অনেকেই সিনেমা রিলিজ করতে পারেন না, তাদের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।'' শাহরুখ খানকেও আমন্ত্রণ জানালেন ''বাংলার দাদা''।বাংলাতেই বক্তৃতা দিলেন অভিনেত্রী রাখী গুলজার। তিনি বলেন, ''আমি এই বাংলার মেয়ে। আমার ধমনীতে বাংলা রয়েছে। আজ এই উতসব বিগত ২৫ বছর ধরে চলছে। বাংলার মেয়ে হিসেবে আমি গর্বিত। আজকে এখানে যারা উপস্থিত, তাদের জানাই আমার শ্রদ্ধা, শুভকামনা। আপনারা ভাল থাকুন। আমি অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখেছি, এত আন্তরিকতা কোথাও দেখিনি।'' এরপর মঞ্চেই তিনি শাহরুখকে দিয়ে গাওয়ালেন ''ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।'' তবে ব্যক্তিগতভাবে রাজ চক্রবর্তী প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেনও। অনুপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই, তাই মায়ের পুষ্টিজনিত খাবার প্রয়োজন

অনেক সময় মায়ের বুকের দুধ কম হলে বা একদম না হলে অভিভাবকরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। এমনকি হওয়ার কোনো কারণ নেই ধৈর্য ধরে এই সমস্যাটিকে সমাধান করতে হবে। যেমন

* উভয় স্তনের বোঁটাকে শিশুর জন্য পাঁচ মিনিট করে চুষতে দিতে হবে, একেবারে এক ফোঁটা দুধ না এলেই এই কাজটা নিয়মিত করেই যেতে হবে। * এই সময়ে শিশুর পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য শিশুকে প্রক্রিয়াজাত কৌটার দুধ বা গরুর দুধ খাওয়ানো যেতে পারে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই তা ফিডার বোতলে খাওয়া যাবে না।

অবশ্যই বাটিতে করে ছোট্ট চামচ করে তুলে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে ক্ষুধার্ত শিশুকে প্রথমে স্তন বোঁটার সঙ্গেই ধরতে হবে এবং মিনিট পাঁচেক চোষার পরে বাটি ও চামচ দিয়ে অন্য দুধ খাওয়াতে হবে। এভাবে প্রসূতি মা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক দুগ্ধ উৎপাদন করে শিশুর সব চাহিদা মেটাতে পারবে।

* শিশুর স্তন চোষার সময় মাকে অবশ্যই নিরুদ্বিগ্ন এবং চিন্তামুক্ত থাকতে হবে।

* মায়ের নিজের মনে অবশ্যই এ আস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় যে এই প্রক্রিয়ায় দুগ্ধ নিঃসরণ বাড়বে, মাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা অভিভাবকদের দায়িত্ব হিসেবে নিতে হবে। তাকে কখনই তিরস্কার বা হতাশ করা যাবে না, তাহলে এটা ফলপ্রসু নাও হতে পারে।

* মাকে পর্যাপ্ত আহার করতে হবে, তার নিদ্রা বা বিশ্রামকেও ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। স্তন্য দানের ১৫ মিনিট আগে মা দুই গ্লাস জল পান করে মিলে স্তন্য দান সহজে হবে।

* এই মুহূর্তগুলোয় শিশুকে সবসময় মায়ের সংস্পর্শে রাখতে হবে। মা এবং শিশুর মধ্যে এক নিবিড় সম্পূরক হওয়া এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

* উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ১৫ দিন থেকে ২০ দিনের মধ্যেও যদি মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ না আসে বা কম আসে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দুধ বাড়ার ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে এর আগে দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধৈর্য ধরলে এমনিতেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কখনো মায়ের দুধ কম হওয়ার কারণে শিশুকে প্রক্রিয়াজাত অন্য দুধ খাওয়াতে হলে মনে রাখতে হবে শিশু প্রথমে মায়ের দুধটুকু গ্রহণ করবে এবং এরপর তার বাড়তি প্রয়োজন অন্য কিছু দিয়ে পূরণে করতে হবে। এ অবস্থাকে ঝামেলাপূর্ণ মনে হওয়ায় মায়ের দুধ বন্ধ করে দেয়া যাবে না, কারণ মায়ের দুধের কোনোই বিকল্প নেই।

শক্তি বৃদ্ধিতে কি কি খাবার খাবেন

ব্যায়াম বা শারীরিক যেকোনো কাজ করার সময় যে শক্তি প্রয়োজন হয়, কুমড়ার বীজের মধ্যে তার সব গুণাগুণ পাওয়া যায়।ডিমের কুসুম শরীরের জন্য খুব উপকারী। এতে প্রচুর ভিটামিন বি থাকে, যা শরীরে শক্তি সরবরাহে সাহায্য করে। ডিমের মধ্যে বিদ্যমান ভিটামিন ডি হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রোটিনের ব্যাপক সরবরাহ করে ডিমের কুসুম।জলের বিকল্প কিছু নেই এটা আমরা সবাই জানি। তবে জল কী জন্য এত প্রয়োজনীয় তা এর গুণাগুণ জানলেই বোঝা যায়। শরীরে শক্তি জোগাতে এবং পুষ্টি সরবরাহ করতে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়া শরীরের অপ্রয়োজনীয় উপাদান জলের কারণে মূত্র আর ঘামের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এতে শরীর অনেক বেশি সতেজ থাকে।চায়ের থেকে কফি অনেকের প্রিয়। এতে অনেক বেশি ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি থাকায় ব্যায়াম বা শারীরিক কসরতজনিত যেকোনো কাজে অনেক বেশি শক্তি জোগায়।সয়াবিনে ভিটামিন বি, বি কমপ্লেক্স থাকে। এছাড়া কপার ও ফসফরাস থাকার ফলে খাবারকে ভেঙে তার পুষ্টি গুণাগুণ শরীরে সরবরাহ করতে সাহায্য করে।বাদাম আর শুকনো ফলের মিশ্রণ শরীরে ব্যাপক প্রোটিন সরবরাহ করে।

অযোধ্যা মামলার রায়: কী বলছেন কঙ্গনা, হুমা, তাপসী, ফারহা খানরা?

অবশেষে দীর্ঘদিন ধরে চলা অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শনিবার দেশের শীর্ষ আদালতের এই রায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অযোধ্যার ওই ২.৭৭ একর জমির উপর তৈরি হবে রাম মন্দির। অন্যদিকে অযোধ্যাতেই তবে অন্যত্র ৫ একর জমি দেওয়া হবে মুসলিম সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে। অযোধ্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বলিউডের বহু তারকা।অযোধ্যা নিয়ে রায় ঘোষণার পর প্রথম টুইটটিই করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। কঙ্গনা নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''অযোধ্যা মামলার রায়ই প্রমাণ করে দিয়েছে আমরা সকলেই কীভাবে শান্তিতে এবং একত্রে থাকতে পারি। এটাই আমাদের মহান দেশের সৌন্দর্য। আমি সকলকে অনুরোধ করবো আমাদের এই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে উদযাপন করতে।''সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ শুনে অভিনেত্রী তাপসী পন্নু লিখেছে, '''' হয়ে গেছে, কিন্তু এবার? ''''প্যায়ার কা পঞ্চনামা'' খ্যাত অভিনেতা দিব্যেন্দু শর্মা রায়কে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, ''খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ রায়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সর্বসম্মত রায়। আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান করা উচিত।'' আরও একটি টুইটে দিব্যেন্দু লিখেছেন এই বিজ্ঞানসম্মত রায়ের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে।সিনেমার নির্দেশক হনসল মেহেতা বলেন, ''সময় লাগে, তবে সময়ের সঙ্গে সবকিছু ঠিকই হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কে থাকা বিতর্কিত জমি নিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। আমাদের এই রায়কে সম্মান করা উচিত। তবে যাঁরা এই রায় নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন তাঁদের অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত। ''শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে অভিনেত্রী হুমা কুরেশি বলেন, ''আমার প্রিয় ভারতবাসী, সকলের কাছে অনুরোধ, দেশের শীর্ষ আদালতের দেওয়া এই রায়কে সম্মান জানান। আমাদের সকলের একত্রিত হয়ে দেশের জাতীয় স্বার্থে এগিয়ে চলা উচিত। ''

সিনেমার নির্দেশক মধুর ভান্ডরকর লিখেছেন, ''অযোধ্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি সমস্যার সমাধান হল।''অভিনেতা কুণাল কাপুর লিখেছেন, ''এই সময়টা শান্তি বজায় রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বিষয় নিয়ে স্পর্শকাতর না হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার সময় এসেছে।''অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে লিখেছেন, '''' আজকের দিনটা ভীষণই উজ্জ্বল। গতকালের থেকে আগামীকালটা আরও ভালো হতে পারে। আমাদের উচিত একটা শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত।''বলিউডের পরিচালক ও প্রযোজক ফারহা খান লিখেছেন, '''' আমার কাছে মন্দির, মসজিদ ও চার্চ সবই ইট-কাঠ-পাথরের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল প্রার্থনা আসে একেবারে হৃদয় থেকে। তবে অযোধ্যা নিয়ে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমি খুশি। এবার আমাদের মন্দির-মসজিদ নিয়ে ভাবনা ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি ও দেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত। জয় হিন্দ।''আরও একটি টুইটে ফারহা লিখেছেন, ''আযোধ্যা নিয়ে দেওয়া রায়ে আমি খুশি। আশাকরি ওই জায়গায় এবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমাদের এবার বিভাজনের রাজনীতি ভুলে ঐক্যবদ্ধ দেশ ও অর্থনীতির উন্নতির জন্য কাজ করা উচিত। ধর্ম ও রাজনীতি থেকে বেরিয়ে যতবেশি অর্থনীতির উন্নতিতে মন দেব, ততই দেশের উন্নতি হবে। জয় হিন্দ।''তবে অযোধ্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি শাহরুখ, সলমন, আমির ও অক্ষয়।

গ্লুকোমা প্রতিহত করুন সময়মতো চিকিৎসা করুন

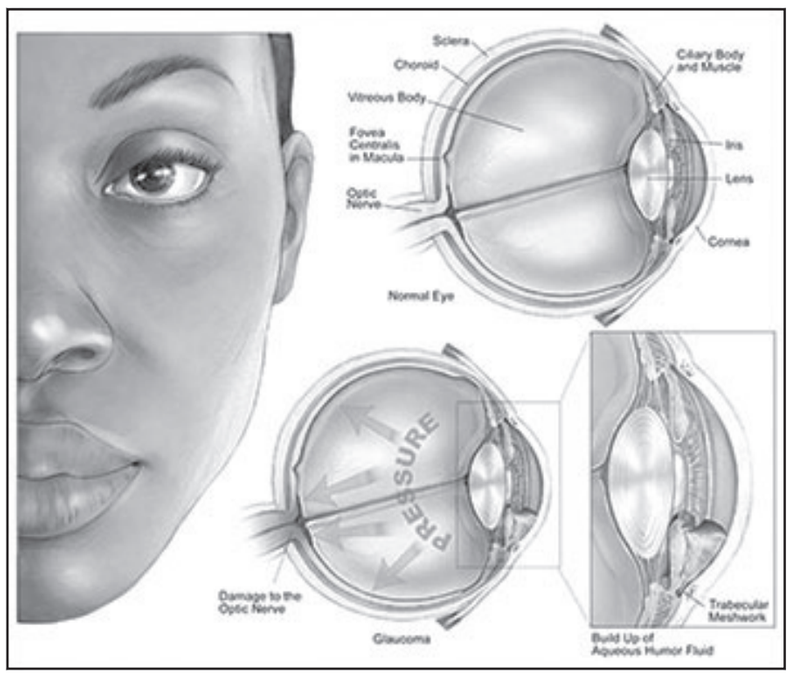

বাংলাদেশের একজন চিকিৎসক। তার স্ত্রীকে আমার কাছে চোখে চশমার ব্যবস্থাপত্রের জন্য পাঠায়। ভদ্রমহিলা নিজেও একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। বিকালে চেম্বারে চক্ষু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম তার চোখ থেকে চোখের ভিতরের তরল পদার্থ বের হওয়ার রাস্তাটা সরু। চশমা দিয়ে দিলাম এবং বললাম তোমাকে কিছু পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজন হলে চোখে লেজার চিকিৎসা করতে হবে। সেই রাতে প্রায় সাড়ে ১২টায় আমার বন্ধু ফোন করল তার স্ত্রীর চোখে প্রচণ্ড ব্যথা। মাথাব্যথা, চোখে ঘোলা দেখছে, তাড়াতাড়ি বললাম তোমার কাছের একটা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাও এবং কিভাবে চিকিৎসা করবে তার একটা দিকনির্দেশনা দিলাম। বন্ধু নিজে চিকিৎসক বলে তার স্ত্রীর চিকিৎসা সেই রাতে খুব তাড়াতাড়ি আমি বাসায় বসেই দিতে পেরেছিলাম। সেই যাত্রায় ভদ্রমহিলা খুব ভালোভাবেই রক্ষা পান এবং পরে তার লেজার করে দেয়া হয়। এখন তিনি সম্পূর্ণভাবে গত পাঁচ ছয় বছর ভালো আছেন। নিয়মিত চোখ দেখিয়ে যান। ওষুধ দরকার হলে ওষুধ দেন।

কিন্তু সেই রাতে যদি ঠিকমতো সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না দেয়া হতো এবং তিনি নিয়মিত আমাদের উপদেশ না শুনতেন তাহলে চোখ ক্রমান্বয়ে খারাপ পর্যায়ে চলে যেত। অন্য একজন রোগীর কথা বলি যিনি আমার কাছে এসে সকালবেলা কি কারণে বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখে দেখতে গিয়ে দেখেন তিনি খুব কম দেখতে পাচ্ছেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ওই চোখে প্রেসারের কারণে নার্ভ একেবারে শুকিয়ে গেছে। খুব আফশোশ করলাম এই রোগীটা যদি সময়মতো আমাদের হাতে এসে পৌঁছাত এবং সঠিক চিকিৎসা পেত তাহলে চিরতরে অন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে তার চোখকে বাঁচানো যেত। এভাবে কত মানুষ কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব নেই। কিন্তু তার পরেও আশাহত হলে চলবে না।

আমরা যারা গ্লুকোমা চিকিৎসা করে থাকি যাদের কাজ এই রোগটা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবার দৃষ্টিগোচর করা, সতর্ক করে দেয়া, সঠিক সময়ে চিকিৎসা দিতে এবং নিয়মিত ওষুধ দিতে উদ্বুদ্ধ করা। অন্ধত্বের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা। আমরা গ্লুকোমা চিকিৎসকরা এখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কারণ আমাদের সচেতন রোগীরা আমাদের কাছে এসেই বলে ডাক্তার সাহেব আমার চোখে প্রেসার আছে কিনা একটু দেখে দেন তো।

তাদের এই সচেতনতা আমাকে গর্বিত করে দেয়, আমাদের চোখে কিছু কিছু অন্ধত্ব আছে যার চিকিৎসা করলে আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছানি রোগ। অন্যদিকে গ্লুকোমা এমন একটা রোগ যা মানুষকে এমনভাবে অন্ধ করে দেয় যার থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গ্লুকোমা অন্ধত্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ। এবং পৃথিবীজুড়ে ৬৭ লাখ মানুষ গ্লুকোমা রোগে ভুগছেন। এই রোগ শিশু কিংবা বয়স্ক মানুষ যে কোনো কারও হতে পারে। তবে বিশেষ করে যারা চল্লিশোর্ধ, যাদের ডায়াবেটিস, মাইনাস পাওয়ার অথবা যাদের পরিবারে বাবা মা গ্লুকোমার রোগী তাদের অবশ্যই নিয়মিত গ্লুকোমার জন্য চোখ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চোখের প্রেসার ঃ চোখের প্রেসার কিন্তু ব্লাড প্রেসার নয়। চোখের ভিতরে জলের মতো এক জাতীয় পদার্থ আছে যা চোখের নির্দিষ্ট আকার এবং চোখের ভেতরের জিনিসপত্রের খাদ্য জোগান দেয়। এই তরল পদার্থ চোখের ভেতরে নির্দিষ্ট হারে তৈরি হয় এবং নির্দিষ্ট ভাবে অন্য রাস্তা দিয়ে বের হয়ে এসে চোখের প্রেসারের ভারসাম্যতা রক্ষা করে।

কোনো কারণে এই জল যদি চোখ থেকে ঠিকমতো বের হতে না পারে কিংবা বেশি পরিমাণে তৈরি হয় তখন চোখে প্রেসার বেড়ে যাবে। তাকেই আমরা বলি গ্লুকোমা।

কেন চোখের প্রেসার আপনার চোখের জন্য মারাত্মক ঃ আমাদের দৃষ্টিদানকারী একমাত্র স্নায়ু অপটিক নার্ভ চোখের গ্লুকোমার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ক্ষতি নির্ভর করবে আপনার চোখের প্রেসার যত বেশি কিংবা কতক্ষণ ধরে আপনার চোখে এই অতিরিক্ত প্রেসার ছিল অথবা অপটিক নার্ভ আগে থেকেই দুর্বল কিনা। সত্যিকথা বলতে কি অতিরিক্ত চোখের প্রেসার খুব অল্পসময়েই চোখের অপটিক নার্ভকে ধ্বংস করে দেয়, অন্যদিকে চোখের প্রেসার যদি অল্প বাড়ে তা ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিকে ধ্বংস করে গ্লুকোমা হলে যে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে কিংবা তার কোনো চিকিৎসা নেই এই কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। যে দৃষ্টি কমে গেছে তা ফেরত আনা সম্ভব নয় কিন্তু যতটুকু দৃষ্টি আছে তা ওষুধ, লেজার অথবা প্রয়োজন হলে সার্জারি করে তা টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব।

তাই গ্লুকোমা হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে সময়মতো তা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে মোকাবেলা করুন।

শিল্পতে ভরা এক রহস্যের গল্প শোনাবে ''পেন্টিংস ইন দ্যা ডার্ক''!

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা না কি জীবনযুদ্ধ? কে শেষ কথা বলে? শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কবলে পড়া মানুষগুলো কি সত্যিই করেই প্রতিবন্ধক? নাকি মানসিক জোড় থাকলে যে কোনো পাহাড় ই জয় করা যায়। সে পর্বত শৃঙ্গই হোক কিংবা জীবনে চলার পথে নানান প্রতিবন্ধকতা.এরকমই এক ছেলে হল অন্ধ ইমেনুয়েল। কিন্তু সে তার অন্ধত্বকেই পরম যত্নে কোথাও যেন আপন করে নিয়েছিল। করেছিল নিজের মধ্যে লালন। ছেলেবেলায় মা হারা অন্ধ ইমেনুয়েল এর জীবনের একমাত্র প্রেম ছিল ছবি আঁকা। কিন্তু ওই যে বলে, ঈশ্বর কিছু মানুষের মধ্যে অজান্তেই অনেক কিছু গুণ দিয়ে পাঠান। চোখে দেখতে না পেলেও ইমেনুয়েল শব্দকে সঙ্গী করে আঁকত অকল্পনীয় সব ছবি। এর পর ইমেনুয়েল তার মায়ের খোঁজে শহরে আসে এবং চাইল্ড প্রসস্টিটিউশান র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়ে। এরপর তার জীবনে আসে জেরেল। কিন্তু কে এই জেরেল ? সে কি ছিল তার ভালোবাসা নাকি শুধুই ভালোলাগা ? ইমেনুয়েল কি পারবে তার মাকে খুঁজে বার করতে ? সে কি আদও পারবে এই জটিল চক্র থেকে বের হতে ?এই সব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে নিয়েই আসতে চলেছে ভুবনেশ্বর দে প্রযোজিত নবাগত পরিচালক সত্যজিত দাসের প্রথম বাংলা ইন্ডিপেনডেন্ট ছবি ''পেন্টিংস ইন দ্যা ডার্ক''। সোমবার কোলকাতা প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে লঞ্চ হল ছবিটির মিউজিক এবং ট্রেলার। এদিন পরিচালক সত্যজিত সহ উপস্থিত ছিলেন ছবিটির সমস্ত কাষ্ট ও ছবিটির মিউজিক ডিপার্টমেন্টের মানুষজনেরা। প্রথম ছবি নিয়ে সত্যজিত যথেষ্ট উতসাহী।লুপটুপকে এক্সক্লুসিভলি তিনি জানান, 'প্রথম ছবি নিয়ে প্রত্যেকেই খুব উতসাহী হয়। আর আমি আরও বেশি উতসাহী কারণ ছবিটি আমি অন্যভাবে বানাতে পেরেছি। চাইলে আমি গতানুগতিকভাবে ছবিটা বানাতে পারতাম। কিন্তু সেটা না করে একেবারেই অন্যভাবে বানিয়েছি। সেটার জন্যও আমি আরও বেশি উতসাহী।' তিনি আরও বলেন, 'পরবর্তীকালে নামি স্টারকাষ্ট নিয়েও ছবি বানাতে আগ্রহী আমি।'সঙ্গত, বলে রাখা ভালো, একেবারেই নতুন একটা টিম নিয়ে আসতে চলেছেন সত্যজিত দাস। এবং তিনি ও তার পুরো টিমই ছবিটা নিয়ে আশাবাদী। এই ছবিটি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পুরস্কার জিতে নিয়েছে এবং দেশ বিদেশের অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও স্থান পেয়েছে।

সোমবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে শহীদ দিবস পালিত সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

সংশোধনাগারে কয়েদিদের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ে উদ্বিগ্ন শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি,২৩ মার্চ (হি.স): করোনা মোকাবিলায় জনসমাগম ও ভিড় এড়িয়ে চলতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সংশোধনাগার বিপুল সংখ্যক কয়দি থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।

সংশোধনাগারগুলির ভেতর কয়েদিদের পরিমাণ কম করার জন্য প্রতিটি রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে বলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এই বিষয় উচ্চ পর্যায় কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে।

সংশোধনাগারের মধ্যে থাকা কোনও কোনও কয়েদি প্যারোলে জেলের বাইরে যেতে পারবে তা বিবেচনা করে দেখবে এই কমিটি।সাত বছরের কম সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের ও বিচারাধীন বন্দীরা ছয় সপ্তাহের জন্য প্যারোলে মুক্তি পাবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখবে এই কমিটি। এই মামলায় প্রতিটি রাজ্য নিজের হলফনামা ইতিমধ্যেই পেশ করেছে।

সোমবার শুনানি চলাকালীন তিহার জেলের মহানির্দেশক আদালতকে জানান কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করতে আসা পরিবারের লোকেদের এবং অন্যান্য ভিজিটরদের আসার ওপর ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আদালতে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান কয়েদিদের সঙ্গে কি পরিবারের লোকেদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে। এর উত্তরে সলিসিটর জেনারেল বলেন, সাক্ষাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কয়েদিদের ফোন করে নিজের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জেলের ভেতরে কয়েদিদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। জেলের ভেতরে কয়েদিদের বিকেলের দিকে যোগাভ্যাস করানো হয়। এটা শোনার পর আদালত সলিসিটর জেনারেলকে বলেন কোনোভাবেই ওই যোগাভ্যাস যেন বন্ধ না হয়।

প্রধান বিচারপতি জানতে চান জেলের ভেতরে কি পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এর উত্তরে সলিসিটর জেনারেল বলেন, তিন থেকে চার হাজার মাস্ক তৈরি করা হচ্ছে শীঘ্রই তা বিতরণ করে দেওয়া হবে। এদিন শুনানি চলাকালীন বর্ষীয়ান আইনজীবী দুষ্মন্ত দুবে বলেন, তিহার জেলের ভেতর বিপুল পরিমাণ কয়দি রয়েছে। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, জানতে পারা গিয়েছে যে তিহার জেলে বিদেশি বন্দীও রয়েছে। তখন সলিসিটর জেনারেল বলেন, এদেরকে নিষিদ্ধ মাদক পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন দুবে বলেন, ছোট ছোট অপরাধের সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের প্যারলোর মুক্তি দেওয়া হোক।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০ মার্চ প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব এবং কারা মহানিদর্শকদের কাছে সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ জারি করে জানতে চেয়েছিল করোনা মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

করোনা ঠেকাতে লকডাউন অরুণাচল প্রদেশ

ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ২৩ মার্চ (হি.স.) : নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে গোটা অরুণাচল প্রদেশে সোমবার বিকেল ৫ টা থেকে বেশ কিছু কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর থেকে ২২ মার্চ জারিকৃত নোটিশে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা অরুণাচলবাসীদের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মেনে চলতে হবে।

করোনা ঠেকাতে রাজ্যের হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবা ছাড়া বন্ধ করা হয়েছে সমস্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা। সমস্ত দোকান পাট, বাজারহাট, ব্যবসা বন্ধ রাখার পাশাপশি সবধরনের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জরুরি কাজে নিয়োজিতরা ছাড়া সাধারণ মানুষকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলা হয়েছে নির্দেশিকায়। বন্ধ করা হয়েছে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীবাহী বাস পরিষেবাও।

পাকিস্তানে করোনাভাইরাস নিয়ে সচেতনতার অভাবে ক্ষুব্ধ শোয়েব আখতার

লাহোর, ২৩ মার্চ (হি স): পাকিস্তানে করোনাভাইরাস নিয়ে সচেতনতার অভাবে ক্ষুব্ধ শোয়েব আখতার। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। পাকিস্তানেও এখনও পর্যন্ত সাতশোর বেশি মানুষ আক্রান্ত। এই ব্যাপারে সতর্কতার অভাবেই ক্ষুব্ধ শোয়েব। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে না পারার জন্য দেশবাসীকে ধিক্কার জানিয়েছেন প্রাক্তন পেসার।জনগণের পাশাপাশি সরকারের উদাসিনতায় হতাশ শোয়েব উ গতকাল মধ্যরাতে ইউটিউব ভিডিয়োতে শোয়েব আখতার বলেছেন, "বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলাম। কারও সঙ্গে করমর্দন করিনি। কাউকে জড়িয়েও ধরিনি। পুরো সময়ই আমার গাড়ির জানলা বন্ধ ছিল। যতটা সম্ভব দ্রুত বাড়িতে ফিরেছি। কিন্তু বাইরে একটা খুব ভয়ের ছবি দেখলাম। একটা বাইকে দেখলাম চার জন যাচ্ছে। ওরা পিকনিকের জন্য যাচ্ছিল। মানুষ বাইরে একসঙ্গে খাচ্ছে, একসঙ্গে সফর করছে। রেস্তোরাঁ কেন এখনও খোলা রয়েছে? কেন এগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না?"

এর পর ভারতের উদাহরণ দিয়ে শোয়েব বলেছেন, "ভারতে জনতাই কার্ফু জারি করেছে। অথচ, এখানে আমরা লোকজনকে ঘোরাঘুরি করা থেকে আটকাতে পারছি না। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই করোনা হচ্ছে মানুষের সংস্পর্শ থেকে। কিন্তু তার পরও আমরা ঘরে আটকে থাকছি না। আমরা এটা কী করছি? এটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আমরা কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে খেলছি।"

ইমরান খানের পাকিস্তান সরকারকে পুরো দেশে লকডাউন জারি করার অনুরোধ করেছেন আখতার। তাঁর কথায়, "এটা যে কত বড় বিপদ, সেটা বুঝতে ভুল করেছি আমরা। গরমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে না বা তরুণদের সংক্রমণ করবে না, এই সব কথায় বিশ্বাস করবেন না একদম। মানুষজন এখনও নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ, এখন প্রয়োজন ঘরের মধ্যে থাকা। এই কারণেই পাকিস্তান সরকারকে কঠোর হওয়ার অনুরোধ করব। যেন লকডাউন করে দেওয়া হয়। দয়া করে শহরগুলোকে লকডাউন করুন। শুরুতে লকডাউন না করে মস্ত ভুল করেছিল ইটালি। সেখানে প্রতি দিন মৃত্যু ঘটছে মানুষের। পাকিস্তান সরকার যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার সময় নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়। আর লকডাউন জারি করে। দুঃখের হলেও বলতে হচ্ছে যে পাকিস্তানের মানুষরা কথা শুনছে না। এখনও ওরা পিকনিক করতে ব্যস্ত। ব্যস্ত উৎসবেও।"

কোভিড-১৯ প্রকোপের মধ্যে নয়াদিল্লিতে বর্ণ বৈষম্যের শিকার মণিপুরের কন্যা, এফআইআর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : সারা দেশে নোভেল করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধিত এই আশঙ্কার মধ্যেই এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীদের ওপর বর্ণ বৈষম্যের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী অনেকের মুখাবয়ব কিছুটা মঙ্গোলিয়ান বা চিনাদের মতো। তাই দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এমন এক আপৎকালীন সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবসথানকারী উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীর ওপর হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী আহূত 'জনতা কার্ফু'র দিন রবিবার নয়াদিল্লির বিজয়নগরে মণিপুরের এক ছাত্রীর মুখে এবং শরীরে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তি পানের পিক ছিটিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রাত ৯:০০টা পর্যন্ত 'জনতা কার্ফু' ছিল। সাড়ে ৯-টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রী এলাকার একটি মুদি দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে তাঁর পিজি হস্টেল থেকে সঙ্গীদের নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনই পথে সাদা রঙের বাইকে চেপে বছর ৪০-এর এক ব্যক্তি ছাত্রীদের মুখ লক্ষ্য করে পানের পিক ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘটনাটি ঘটেছে। 'জনতা কার্ফু'র ফলে এলাকা জনশূন্য ছিল। আর এই সুযোগে দুষ্কৃতীটি এই দুষ্কর্ম করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনার পর দিল্লির বিজয়নগর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী মণিপুরি যুবতী। মহামারি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ হস্টেল এবং পিজি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ঘরমুখো হচ্ছেন। জাতিগত বৈষম্যের কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী বহুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আসছে। এবার নোভেল করানো ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এই সমস্যা আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরপূর্বীয়দের দেশের অন্যান্য প্রান্তের লোকজন 'মোমোজ', 'চাউমিন' অথবা 'নেপালি' বলে খ্যাপিয়ে উত্ত্যক্ত করা হতো।

এখন যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চবাসীদের চেহারা মঙ্গোলিয়ানদের মতো, তাই কোভিড-১৯-এর প্রভাবের জন্য এঁদের করোনা ভাইরাস বলে সম্বোধন করে বিরক্ত করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, রাস্তাঘাটে কোনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের দেখলে 'করোনা' বলে টিজ করছে একাংশ যুবক। এখানেও না থেমে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হচ্ছে, উঠেছে অভিযোগ।

বিষয়টি নিয়ে অসমের কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'করোনা ভাইরাসের প্রকোপে গত কয়েকদিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের দিল্লি এবং অন্যান্য প্রান্তে বর্ণ বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আশা করি আমাদের শিক্ষিত সমাজ এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু যিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা তিনিও এ ধরনের বর্ণ বৈষম্যমূলক বিভিন্ন ঘটনার কথা শুনেছেন। এ সব ঘটনাকে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বলে সমালোচনা করেছেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু।

তিনি তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে যা সংস্কৃতির অভাব এবং মূর্খতার পরিচয়ই তুলে ধরা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নর্থ-ইস্ট ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, টুইটে লিখেছেন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদেরও ওয়ার্ক ফ্রম হোম , শুনানি ভিডিও কনফারেন্সে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এবার ঘরে বসেই সওয়াল-জবাবে ব্যস্ত হবেন দেশের আইনজীবীরা। সোমবার এমনই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে। দেশের শীর্ষ আদালতের তালিকায় থাকা মামলাগুলির এখন শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুনানি চলবে, আইনজীবীদের আসতে হবে না আদালতে, জানানো হয়েছে এই কথা।

সুপ্রিমকোর্টের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুনানি হচ্ছে। পাশাপাশি সুপ্রিমকোর্ট আরও কিছু নির্দেশ দিয়েছে। শুনানির সময় এজলাসে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবী প্রবেশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছে কোর্ট। পাশাপাশি আদালতে যাতে কোনওভাবে ওই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে তাই সুপ্রিম কোর্ট ক্যাম্পাসে থাকা আইনজীবীদের চেম্বারও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ওই চেম্বার থেকে আইনজীবীদের নিজেদের ফাইল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে হবে। মঙ্গলবার সন্ধেতেই সমস্ত আইনজীবীর চেম্বার সিল করে দেওয়া হবে। এরপরে আর কাউকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে আসতে দেওয়া হবে না। কোর্টে প্রবেশের জন্য আইনজীবীদের ইলেক্ট্রনিক পাস দেওয়া বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির অনুমতির ভিত্তিতেই আইনজীবীরা কোর্টে প্রবেশ করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। করোনা আতঙ্কের জেরে ইতিমধ্যেই হাইকোর্টগুলি পদক্ষেপ করেছে। আদালতে প্রবেশের মুখে আইনজীবীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।

দেশের প্রধান বিচারপতি বোবদে বলেছেন, এখন আর আদালতের এজলাসে শুনানি হবে না। ফলে আইনজীবীদেরও আর সুপ্রিম কোর্টে আসতে হবে না। প্রতি সপ্তাহের শেষে আদালত করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে। সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী আদেশ না দেওয়ার পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিরই শুনানি হবে আদালতে।

কলকাতায় প্রথম করোনা আক্রান্তের মৃত্যু

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি স): ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা। কলকাতায় ইতিমধ্যেই থাবা বসিয়েছে করোনা। আর সেই করোনার কোপে কলকাতায় প্রথম মৃত্যু করোনা আক্রান্তের।সোমবার বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন করোনায় আক্রান্ত দমদমের বাসিন্দা। সোমবার ভেন্টিলেশনে থাকাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হন বছর ৫৫-র দমদমের ওই বাসিন্দা। তাঁকে নিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল আট উ

বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, শুকনো কাশিজনিত সমস্যা নিয়ে গত ১৩ মার্চ থেকে ভুগছিলেন দমদমের ওই ব্যক্তি। তার পর কাশি ও শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকায় তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তিনদিন হাসপাতালে ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে থাকার পরেও তাঁর উপশম বিশেষ হয়নি। বরং শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। ১৯ মার্চ শ্বাসকষ্ট বেড়ে এমনই হয় যে তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখতে হয়। ডাক্তাররা তাঁকে ইসিএমও সাপোর্টে রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হল না। করোনার কাছে হারলেন দমদমের ওই বাসিন্দা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তার। ইতিমধ্যেই তথ্য জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরকে।

সূত্রের খবর, গাইডলাইন মেনে মৃতদেহকে ডিজপোজাল করা হবে। মৃতদেহ দেওয়া হবে না পরিবারকে। ওই ব্যক্তির ভ্রমন ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে তিনি সম্প্রতি তো নয়ই বরং কখনই বিদেশ যাত্রা করেননি। তবে জানা যাচ্ছে কিছুদিন আগে বিলাসপুর থেকে ওই ব্যক্তি আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস ফেরেন। বর্তমানে ওই পৌড়ের পরিবারের এর নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

পাঁচদফা দাবি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী সংগঠনের

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পাঁচদফা দাবি জানাল রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীসংগঠন।

সকল পেনশনার ও প্রবীন নাগরিকগন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত। এই মন্তব্য করে ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক সমীর রঞ্জন মজুমদার বলেন, দাবিগুলো জরুরি।

এগুলো হল ১) লক ডাউন সময়কাল ও পরবর্তী সময়ে সরকারি গনবন্টন ব্যাবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দারিদ্রসীমার নিচের মানুষদের সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় বন্টনের ব্যাবস্থা করতে হবে।(২) গনবন্টন ব্যাবস্থা সচল ও দুনী"তি মুক্ত রাখার জন্য অত্যাবশকীয় পণ্য আইন জরুরী ভিত্তিতে আরোপ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক ব্যাবস্থা গ্রহন করতে হবে। (৩) নিম্ন আয়ের মানুষজনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ন্যূনতম ১০০০০ টাকা করে পরিবার পিছু দিতে হবে। (৪) সমস্ত সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত মানুষদের বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) সমস্ত ব্যাঙ্কের এ টি এম-এ ২৪ ঘন্টা টাকা রাখার ব্যাবস্থা করতে হবে। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াই- এ আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকারের নিদে"শানুসারে দায়িত্বশীল নাগরিকের মত আচরণ ও সহযোগিতা করি।

করোনা আতঙ্কে বন্ধ শিয়ালদহ স্টেশনের ঝাঁপ ও

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে সোমবার বিকেল চারটের পর থেকে লকডাউন রাজ্যে। করোনার সংক্রমণ রুখতে ২২ তারিখ মধ্যরাত থেকেই রেলে কার্ফু জারি হয়েছে। বাতিল হয়েছে এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে লোকাল ট্রেন।তার জেরে ব্যস্ত শিয়ালদহ স্টেশনের চিত্রটা সোমবার একেবারেই অন্যরকম। খাঁ খাঁ করছে শিয়ালদহ স্টেশন।ব্যস্ততম শিয়ালদহ স্টেশনের ঝাঁপ করোনা আতঙ্কের জেরে করা হয়েছে বন্ধ। বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরবেন বলে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেককেই। ঝাঁপ বন্ধ স্টেশনের। কোনভাবেই থাকা যাবে না ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি ট্রেন। কিন্তু যাত্রী নিয়ে চাকা ঘুরবে না ট্রেনের।শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে রয়েছে কড়া পুলিশি প্রহরা। ট্রেনের পাশাপাশি বন্ধ রাখা হয়েছে মেট্রো পরিষেবা।

লকডাউন পরোক্ষে ছেলেবেলা ফিরিয়ে দিচ্ছে বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদকে

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : এই লকডাউন যেন আমাকে ছেলেবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোমবার একথা বললেন ৭৫-উর্দ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জী। তাঁর কথায়, "ভারি ভারি বইয়ের পাশে ছেলেবেলার বই যেন একটা সুন্দর সমতা, মধুর সামঞ্জস্য"। টানা ১৬ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিরিং অ্যান্ড সাইন্স ইউনিভার্সিটির প্রথম উপাচার্য হন ২০০৪-এ। এখন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রিডিটেশন'- এর অন্যতম পরামর্শদাতা। 'হিন্দুস্তান সমাচার'-কে তিনি জানান, "লকডাউনে অন্য সময়ের চেয়ে পড়ার সময়টা বেশি পাচ্ছি। কিছু সিরিয়াস বই পড়ছি। প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন 'শুভ-অশুভের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'। সাহসী লেখক। এটা পড়ছি। যাদবপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক সমীর সাহা লিখেছেন 'ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া পাস্ট প্রেসেন্ট অন্ড ফিউচার'। এটাও ভালো লাগছে। এর প্রেক্ষিত অনেকটাই জানা ছিল। এতে শিবপুর কলেজের অবদান গ্রথিত করেছেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, রূঢ়কিএগুলোর কথাও আছে।

ছোটবেলায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা চরিত্রটা আমার খুব প্রিয় ছিল। সেই লেখা এবং সত্যজিৎ রায়ের লেখা বইও পড়ছি! ছেলেবেলায় থাকতাম হুগলির গ্রামে। বাড়িতে বাবা কলকাতা থেকে 'শিশুসাথী' পুজোবার্ষিকী নিয়ে আসতেন। বাবা নিজেও ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী। ১৯৭৪ থেকে আমৃত্যু 'নবারুন' নামে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক। পরে হল যান্মাসিক। ওর শারদীয় সংখ্যা বাঁধানো রয়েছে। মাঝেমাঝে সেগুলি নামিয়ে পড়ছি। পুরনো বন্ধুদের লেখা, সেই সঙ্গে ছেলেবেলাকে খুঁজে পাওয়া। লকডাউন না হলে বোধ হয় এতটা সুযোগ পেতাম না।"

করোনা মোকিবলায় ঝাড়গ্রামবাসীদের পাশে থাকতে চায় রামকৃষ্ণ মিশন

ঝাড়গ্রাম, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মানুষের পাশে থাকতে চাই। খাদ্যের কোনও রমক অসুবিধা হলে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগাযোগ করলে চাল, ডাল দিয়ে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে আশ্রম কর্তীপক্ষ। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে রাজ্যে করোনা সংক্রমন ঠেকানো যায়।মানুষজনদের ঘরের বাইরে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বের হতে নিষেধ করা হচ্ছে।তার সাথে এবার ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিল।ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ২০১৭ সালে আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জেলার মানুষের পাশে থেকে নানা সেবা মূলক কাজ করে চলছে।বর্ষার সময় শহরের যে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই সময় মিশন এলাকাবাসীর পাশে থেকে খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিল।বছরের বিভিন্ন সময়ে দুস্থ মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে বস্ত্র বিতরনের মতো নানা সেবামূলক কাজ করে চলেছে।যে কেন পরিস্থিতিতে মিশন আশ্রম মানুষের পাশে থেকে সেবা করে চলছে।সম্প্রতি করোনার জেরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির(একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়)এর পড়ুয়াদের হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন টিসু পেপার দিয়ে মাস্ক বানানোর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে।ঝাড়গ্রাম জেলায় লক ডাউন ঘোষনা হয়েছে।বর্তমান এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করতে চায় মিশন।

মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছ কারেও বাড়িতে যাদি চাল,ডাল বা খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেতে অসুবিধা হয় তাহলে তৎক্ষনাৎ আশ্রমের সাথে যোগযোগ করতে বলা হয়েছে। অশ্রমের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করা যায় তা করা হবে।ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ জানান " কোন মানুষের যদি খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় তাহলে আশ্রমে যোগাযোগ করলে তাদের আমরা সাধ্যমত চাল,ডাল দিয়ে সাহায্য করব।আশ্রম মানুষের পাশে রয়েছে। সকলে সাবধানে থাকুন,স্বাস্থ্য বিধি মনে চলুন।" হিন্দুস্থান সমাচার।

করোনা রোধে ডিজিসিএ নয়া নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় দেশের সমস্ত এয়ারপোর্ট এবং এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলির উদ্দেশ্যে নয়া নির্দেশিকা জারি করল ডিরেক্টরেট জেনারেল সিভিল এভিয়েশন ডিজিসিএউ

নতুন নির্দেশিকা বলা হয়েছে করোনা রোধে সমস্ত রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে বিমানবন্দর কতৃপক্ষকে। প্রতিটি চেক ইন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে এক মিটারের দূরত্ব থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি কাউন্টার এর মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশিকা ডিজিসিএ তরফ থেকে জারি করা হয়েছে।

ডিজিসিএ তরফ থেকে সোমবার জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে বিমানবন্দরে প্রতিটি যাত্রীদের মধ্যে অন্তত এক মিটার এর দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। করোনা রোধে সচেতনতামূলক বার্তা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের দেবে এর জন্য কর্মী মোতায়েন করতে হবে। পাশাপাশি বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করলে সেই সকল বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা করতে হবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকেই। পাশাপাশি বিমানবন্দর চত্বরের মধ্যে থাকা ওয়েটিং রুমে যাত্রীদের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিমানের অন্দরে কেবিন ক্রুরা যাত্রীদের সঙ্গে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখবেন। বিমানবন্দরে অতিরিক্ত ভিড় যাতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।

করোনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : গোটা ভারতে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করেছে। আক্রান্তের সংখ্যা চারশোরও বেশি। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন দুপুর একটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই বৈঠকে সকল সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রধানমন্ত্রী করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর জনগণের কাছে সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জি গোষ্ঠীর কর্তা তথা রাজ্যসভার সংসদ সুভাষ চন্দ্র, সংবাদ সংস্থা এএনআই তরফে উপস্থিত ছিলেন স্মিতা প্রকাশ। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন নেটওয়ার্ক ১৮ কর্তা রাহুল যোশী, রিপাবলিক টিভি অর্ণব গোস্বামী, টিভি টুডের কালি পুরি, নিউজ ২৪ অনুরাধা প্রসাদ, ইন্ডিয়া নিউজ তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন রজত শর্মা। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশ পালন করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান করে নিজে টুইট বার্তায় লেখেন, লকডাউনকে এখনও অনেককে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন না। সরকারি নির্দেশিকাকে গুরুত্ব সহকারে পালন করে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচানও উচিত প্রতিটা দেশবাসীর। রাজ্য সরকারগুলির কাছে প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তরফে জানানো হয়েছে যে একাধিক রাজ্যে লকডাউন কার্যকর করা হলেও অনেকে তা সঠিকভাবে পালন করছেন না। রাজ্য প্রশাসনের উচিত কড়া পদক্ষেপ অবলম্বন করে লকডাউনকে সাফল্যমন্ডিত করা।

প্রসঙ্গত করোনা মোকাবিলায় ২২টি রাজ্যের ৭৫ টি জেলা ইতিমধ্যেই লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ : হকার হেনস্তা, মঙ্গলবার থেকে গুয়াহাটিতে বন্ধ খবরের কাগজ বিলি

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) থেকে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত গুয়াহাটি মহানগরে বিতরণ হবে না দৈনিক খবরের কাগজ। কোভিড-১৯ (নোভেল করোনা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ হতে পারে এই সন্দেহে গ্রাহকদের কাছে হকাররা ব্যাপক হেনস্তা হচ্ছেন, এই অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াহাটি মহানগরের পত্রিকা হকাররা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবার গুয়াহাটিতে হকার সংস্থার পদাধিকারীরা এক বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে, এবং এতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করা এ মুহূর্তে সঠিক পদক্ষেপ নয়। তাছাড়া অনেক পত্রিকা গ্রাহকের বাড়িতে গিয়েও তাঁরা নাকি করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নানা উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখিন হচ্ছেন। অনেক গ্রাহক মহামারির রূপ ধারণকারী করোনা সংক্রান্ত দুর্যোগের এই সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন পত্রিকা বিলি করা হচ্ছে বলে হেনস্তাও করছেন, অভিযোগ হকারদের।

পত্রিকা হকার জনৈক রাকেশ সিং হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেছেন, দৈনিক তিনি প্রায় ১০০০-এর বেশি পত্রিকা বিলি করেন। কোনও কোনও গ্রাহক একাধিক, ছয়-সাতটি পত্রিকা রাখেন। কিন্তু গত দুদিন ধরে এঁরা কেউই তাঁদের আবাসের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না তাঁর নিয়োজিত হকারদের। ফলে দৈনিক প্রায় ৮০ শতাংশ পত্রিকা ফেরত নিয়ে আসতে হচ্ছে তাঁকে। তাই পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা

ছয়ের পাতায়

শ্রমিকদের প্রতি সদয় হতে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি বিরোধী নেতাদের

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি . স.) : করোনাভাইরাসে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের প্রতি আরও সদয় হতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানালেন বিরোধী নেতারা।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান বৈঠকে বলেন, "বানতলার চর্মনগরীতে কয়েক হাজার শ্রমিক ছিলেন। করোনাভাইরাসের জেরে চর্মনগরী আপাতত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিপিএল তালিকাভূক্তরা কীভাবে কাটাবেন? ওদের বাঁচানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।" এই সঙ্গে সুযোগ হলে গরিব লোকের টাকা ধার দেওয়ার অবকাশ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখতে বলেন মান্নান। তিনি বলেন,সামাজিক মাধ্যমে সবাই এক একজন ক্ষুদে চিকিৎসক হয়ে উঠেছেন। যে যেরকম খুশি পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে একটু কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। আরএসপি-র মনোজ চক্রবর্তী ইএসআই শ্রমিকদের জন্য সবেতন ছুটি দেওয়ার আবেদন করেন। এসইউসি-সির অশোক ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, এখন অনুপস্থিতির জন্য মজুরি দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে তাঁদের যাথে বসিয়ে না দেওয়া হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অশোকবাবু বলেন, চটকল-সহ কিছু কারখানা লকডাউনে খোলা থাকছে। প্রতি শিফটে প্রায় ১২০০-১৪০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। কারখানার ভিতরের যা অবস্থা সব মিলিয়ে কিন্তু একটা নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।কারখানাগুলো বন্ধ করার ব্যাপারটি ভাবতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে সব কারখানা বন্ধ রাখা হচ্ছে। শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হবে।

সবাই আইন মেনে চলুন, লকডাউন মানতে বার্তা পুলিশ কমিশনারের

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি স): করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে কলকাতায় সোমবার বিকেল পাঁচটার পর থেকে কলকাতায় শুরু হয়েছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউন সত্বেও কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় প্রাইভেট কার বাস-ট্যাক্সি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না।

"সবাই আইন মেনে চলুন" জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা বার্তা কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে বিধিনিষেধ শুরু হয়েছে।বিকেল ৫ থেকে শুরু হয়েছে বিধিনিষেধ।সবাই আইন মেনে চলুন।অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বেরোবেন না।নির্দেশ না মানলে আইনি অনুযায়ী ব্যবস্থা। সাধারণের সুরক্ষায় ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ।অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত রুখতে নাকা চেকিং।মজুতদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন ওসি এবং ডিসি-রা।সাধারণ মানুষ এই বিধিনিষেধ মেনে চলুন। যদি কোনও তথ্য জানাতে চান, তাহলে ১০০ ডায়াল করুন"।

অন্যদিকে, লকডাউন যাতে কড়া ভাবে মানা হয়, সেই দিকেই কড়া নজর লালবাজারের। সোমবার বিকেল থেকে সেইসব নজরদারিতে কলকাতার পথে নেমেছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।হবে নাকা চেকিং ও। যদি কোন প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় দেখা যায় সে যদি প্রয়োজনীয় কোনও কারণ ছাড়া রাস্তায় বের হয় তবে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। কি কারণে রাস্তায় বেরিয়েছে তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ। রাস্তায় রাস্তায় নজরদারি চালাবে পুলিশের পেট্রোলিং কারও। কোথাও অকারণে জমায়েত দেখলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুলিশ।

আইসিএমআর

আটের পাতার পর

ভারতে সোমবার বেলা এগারোটা পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫১। মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক মহারাষ্ট্রে। সংক্রমণ রুখতে লকডাউন ঘোষণা করেছে ভারত সরকার।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফুটপাথবাসীদের লাগোয়া স্কুলভবনে স্থানান্তরিত করার আর্জি এসইউসিআইয়ের

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস ঠেকাতে বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে বসবাসকারীদের লাগোয়া স্কুলভবনে স্থানান্তরিত করার আর্জি জানাল সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) অর্থাৎ এসইউসিআই। সোমবার নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে বেশ কিছু নির্দিষ্ট দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।

দলের রাজ্য সম্পাদক ভট্টাচার্য চন্ডীদাস ভট্টাচার্য ও অন্যতম শীর্ষ নেতা তরুণ নস্কর বলেন, হাসপাতালগুলিতে জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্টের রোগীদের ভিড় কমাতে হবে এবং রোগীদের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্বের জন্য স্ক্রীনিং করটে বহির্বিভাগ খোলা হোক। 'আশা' কর্মী, 'উষা' কর্মী, গ্রামীণ চিকিৎসকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়মিত এর তদারকির ব্যবস্থা হোক।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর মতে, চিকিৎসক-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। তাঁদের করোনাভাইরাস থেকে দূরে রাখতে রাজ্যের সর্বত্র হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য গণপরিবহনের বদলে আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত করোনা-র সংক্রমণকে কমিউনিটি পর্যায়ের সমস্যা বলে ঘোষণা করেনি। কিন্তু আমরা সেই বিপদজনক পর্যায়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। তাই সংক্রমিত এলাকা ও গণপরিবহণকে ১৪ দিনের বেশি লক ডাউন করতে হবে। পরবর্তী সময়ে অবস্থা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে সামাজিক সংক্রমণের আশঙ্কা এসডিএফ-এর

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে সামাজিক সংক্রমণের আশঙ্কার কথা তুলল সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)। সোমবার এই সঙ্গে তারা অভিযোগ করল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতির কারনেই আজ করোনা স্টেজ থ্রি-র দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে।

করোনা রুখতে সোমবার থেকে সারা দেশে লক ডাউন শুরু হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এসডিএফ-র সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস বলেন 'করোনার সংক্রমন আটকাতে বহু পূর্বেই সরকারের উচিৎ ছিল আন্তর্জাতিক বিমান/জাহাজ আটকানো। নিয়মিত বিজ্ঞানভিত্তিক নজরদারি চালানো। সন্দেহভাজনদের কোয়ারান্টাইনে পাঠান। সে কাজে পর্যন্ত সরকার এখনও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেয়নি।

স্বপনবাবুর অভিযোগ, এর ফলে একদিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনই স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে সামাজিক সংক্রমণ হবে। তাঁরা অসুস্থ হলে হাসপাতাল দ্রুত বেহাল হয়ে যাবে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি আটকাতে সরকারকে শুধু লকডাউন ঘোষণা করে বসে থাকলেই হবে না; প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত তদারকি। প্রয়োজন মত মহকুমা স্তর পযর্ন আগাম পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কোনও সন্দেহভাজন নজরদারির বাইরে চলে যেতে না পারে।

কোয়ারেন্টাইন বানাতে নেওয়া হতে পারে বিয়েবাড়ি-ব্যাঙ্কোয়েট

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনা রুখতে কলকাতার বিভিন্ন বিয়েবাড়ি ও ব্যাঙ্কোয়েট হল অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।সোমবার নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে রাজ্য সরকার।

সোমবার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা করোনার জন্য আরও বেশি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার আবেদন করেন। গৃহ পর্যবেক্ষণ এবং আইসোলেশন সেন্টার তৈরীর জন্য আগেভাগে এই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সারা রাজ্যে বহু মানুষ বাড়িতেই বন্দী আছেন। আবার অনেকে হাসপাতাল বা সরকারি জায়গায় আছেন। সিপিএম, আরএসপি-সহ বিরোধী নেতাদের বক্তব্য, এখনও করোনার তৃতীয় পর্যায় আসেনি রাজ্য। তা যাতে না আসে তার জন্য পদক্ষেপ করতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে রাজ্যকে। এরপরেই এই সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্তারা। যদি করোনা আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায়, তা রুখতেই আগেভাগে তৈরি থাকতে চাইছে রাজ্য। পাশাপাশি, এদিন নবান্নের বৈঠকে সিপিআই দলের প্রতিনিধি দাবি করেন আজ বিভিন্ন বাজারে ডিম-সহ অনেক জিনিস বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিক।

করোনা ঠেকাতে পাহাড়ে শুরু লকডাউন, বন্ধ যান চলাচলও

দার্জিলিং ২৩ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় পাঁচটা বাজতেই পাহাড়ের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে লকডাউন শুরু হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিকে অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অর্থাতওষুধের দোকান, মুদিখানা ছাড়া প্রায় সমস্ত দোকান বন্ধ হয়েছে। একাধিক বাজারে ঘুরে এই চিত্র চোখে পড়েছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের উদ্যোগে দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছু জায়গায় সন্ধ্যার পরও দোকান খোলা থাকায় পুলিশ সেগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।লকডাউন ঘোষণা হতেই গোটা পাহাড়ে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান অনিত থাপা জানিয়েছেন, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক এই চারটি শহরে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত লকডাউন থাকছে। পাহাড়ের মানুষ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীদের সরকারি নির্দেশ মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

যুবক বিপাকে

আটের পাতার পর

পরবর্তীকালে ট্রেন না পাওয়ার ভয়ও ছিল।'

মরিগাঁওয়ের এক যাত্রী হিবজুর রহমান জানান, নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়ে তাঁকে বিনা বেতনে এক মাসের ছুটিতে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তিনি এবং তার সঙ্গীরা হোটেল এবং বিল্ডিংয়ে কাজ করতেন। এছাড়া কয়েকটি কোম্পানিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে চলে এসেছেন।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকটি কোভিড ১৯ পজিটিভ কেস ধরা পড়ায় রেলমন্ত্রক আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশ জুড়ে সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বাতিল করে দিয়েছে।

খবরের কাগজ বিলি

পাচের পাতার পর

করে আগামীকাল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত কেবল গুয়াহাটি মেট্রো সিটিতে পত্রিকা বিতরণ হকাররা করবেন না বলে নাকি সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজ কর্তৃপক্ষকে জনিয়ে দিয়েছে হকার সংস্থার পদাধিকারীরা।

আমিও একা থাকছি, নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২৩ মার্চ (হি. স.): কলকাতায় থাবা বসিয়েছে করোনা। কলকাতায় করোনার মারন কামড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আর তারই মাঝে সোমবার করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই "আমি একা থাকছি' এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠকে তিনি বলেন, "আমিও তো এখন একা থাকছি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার পরিজনেরা বাড়িতে খাবার দিতে আসতেন। কিন্তু বলুন, আমি তো রোজ কত লোকের সঙ্গে মিট করছি। তাই আমি ওদের এখন আসতে বারণ করে দিয়েছি। বাড়িতে একাই থাকছি।

বয়কট

● প্রথম পাতার পব

৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। সর্বমোট ১৭০টি বাস ক্রয় করা হয় মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪২ কোটি ৭৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১৭টি বাস কেনা হলেও ১৬টি বাস ছিলো ননএসি সিএনজি বাস এবং একটি সিএনজি এসি বাস। সিএনজি নন এসি সর্বনিম্ন দরদাতা ছিলো ভিই, কমার্শিয়াল ভ্যাহিক্যালস ২১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩১৩ টাকা এবং টাটা মোর্টস দর দিয়েছিলো ২৩ লক্ষ ৬ হাজার ৯৪৩ টাক। এই ক্ষেত্রেও সামান্য ফ্লু'র এরিয়া কম দেখিয়ে এবং সার্ভিস সেন্টার নেই দেখিয়ে ভিই কমার্শিয়াল ভ্যাহিক্যালস কোম্পানি থেকে গাড়ি ক্রয় না করে টাটা মোর্টরস কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়। যারজন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয় ২৩ লক্ষ টাকা। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ১০০টি বাস কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। যেগুলোর মধ্যে ৪৫টি নন এসি ডিজেল, ৪৫টি নন এসি সিএনজি, পাঁচটি এসি ডিজেল ও পাঁচটি এসি সিএনজি বাস ছিলো। মাত্র দুটি সংস্থা এসএমএল আইএসইউজেডইউ এবং টাটা মোর্টস টেন্ডার প্রক্রিয়া যোগ দিয়েছিলো।

পরিবহন মন্ত্রী বলেন, এখানে কেবলমাত্র পাঁচটি সিএনজি এসি বাস গাড়ির জন্য সর্বনিম্ন দর দিয়েছিলো এসএমএল আইএসইউজেডইউ কোম্পানি। বাকি ৯৫টি বাসের জন্য সর্বনিম্ন দর দিয়েছিলো টাটা মোর্টস কোম্পানি। কিন্তু দুটি সংস্থা থেকেই বাসগুলো কেনা হয়। টাটা মোর্টস থেকে ৭৩টি এবং এসএমএলের আইএসইউজেডইউ কোম্পানি থেকে ২৭টি গাড়ি পরবর্তী সময়ে আরো তিনটি গাড়ি কেনা হয়। সে ক্ষেত্রে ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। সর্বমোট ১৭৩টি বাস ক্রয় করা হয়েছে ৪৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বা এই সময়ে ৩৮টি বাস গাড়ি এসএমএল আইএসইউজেডইউ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাদের দরপত্র সর্বনিম্ন ছিলো। এখানে টাটা মোর্টস ১২ লক্ষ ৮ হাজার ১৯১ টাকা ও এসএমএল আইএসইউজেডইউ কোম্পানি দিয়েছিলো ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এখানে ৩৭ লক্ষ টাকা বেশি খরচ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৫টি বাস ক্রয় করতে ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। টিইউটিসিএল নিজস্ব আয় থেকে তিনটি গাড়ি ক্রয় করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে। এগুলো ক্রয় করা হয় ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৫৮ টাকায়। যেখানে কোন টেন্ডার ডাকা হয়নি। এসএমএল আইএসইউজেডইউ কোম্পানি থেকে বাসগুলো কেনা হয়েছিলো।

এদিন বিধানসভায় বিস্তৃত তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ৩৮টি বাসের মধ্যে জনৈক রানা সাহা, পিতা অজিৎ সাহা রাধানগর আগরতলা-কাছে ছিলো ১৯টি বাস। তারমধ্যে টিআরটিসি বড়জলায় ছিলো ১২টি বাস হিন্দ মোর্টোসে ছিলো ৩টি বাস এবং জেকে মর্টোস-এ ছিলো ৪টি বাস। উক্ত ব্যক্তির কাছে বকেয়া ছিলো ৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৯৪ টাকা, উত্তম পাল, ঠিকানা সিধাই মোহনপুর-এর কাছে ছিলো ৬টি বাস যেগুলো অকেজো অবস্থায় জে কে মর্টোস আগরতলায় এবং বকেয়া ছিলো ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৪৫ টাকা, অভিজিৎ পাল, পিতা জয়রঞ্জন পাল ঠিকানা সিধাই মোহনপুর-এর কাছে ছিলো ৩টি বাস এবং বকেয়ার পরিমাণ ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৪০০ টাকা, রঞ্জন শর্মা, পিতা গোপেশ্বর শর্মা ঠিকানা রানিরবাজার আগরতলা-এর কাছে ছিলো ৭টি বাস তারমধ্যে আইএসবিটি চন্দ্রপুরে পড়ে রয়েছিলো ৪টি বাস, রানিরবাজারে পড়ে রয়েছিলো ২টি বাস এবং জে কে মর্টোস-এ পড়েছিলো ১টি বাস, মোট বকেয়া ছিলো ৯১ হাজার ৫ টাকা, কমল সাহা পিতা স্বর্গীয় লালমোহন সাহা ঠিকানা বৃদ্ধনগর রানিরবাজার-এর কাছে ছিলো ২টি বাস এবং বাসগুলি পড়েছিলো রানিরবাজার এলাকায়, বকেয়া ছিলো ৫৫ হাজার ৩২৬ টাকা এবং দীপঙ্কর দেব পিতা স্বর্গীয় নিধির চন্দ্র দেব ঠিকানা রানিরবাজার-এর কাছে ছিলো ১টি বাস, মোট বকেয়ার পরিমাণ ১৯ হাজার ৩৫০ টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট ৩৮টি বাসের ক্ষেত্রে বকেয়া ছিলো ১৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৯ টাকা। এরমধ্যে ৯টি বাসের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ফিরিয়ে দেওয়া হয় বকেয়া আদায় না করে। এছাড়া অন্যান্য অপারেটরদের বকেয়া মিলিয়ে মোট বকেয়া ৬৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত। বাকি টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট কেইস করা হয়েছে।

এদিন মন্ত্রী জানিয়েছেন ভিজিল্যান্সের কাছে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে। এখন রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পরিক্ষা-নীরিক্ষার পর অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, আর্বান ট্রান্সপোর্টে ব্যাপক অনিয়মের ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরি। একই সুরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, সময়মতো বাজ সরবরাহ না করে ওই সংস্থাকে জরিমানা করার নিয়ম রয়েছে। সে মোতাবেক ২২টি বাস ২৭০ দিনে প্রতিদিন ২০০০ টাকা করে প্রতিটিবাসে জরিমানা আদায় করা উচিত। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাম জমানায় এই অনিয়ম অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, ওই অনিয়মের সাথে জড়িতদের শাস্তি হওয়া উচিত।

লকডাউন ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান তিনি। লকডাউন চলাকালীন সময়ে জরুরি পরিষেবা যথারীতি চালু থাকবে। গ্রোসারি শপ, ওষধু, সব্জি, ফল, মাছ, মাংস, গণবন্টন ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, এটিএম ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালু থাকবে। এই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারি করলে বা অবৈধভাবে মজত, লকডাউনের নাম করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ করোনা মহামারি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি সর্ম্পকে জানান। তিনি বলেন, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড মিলে ত্রিপুরার ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার পরিবারকে আগাম ১৫ দিনের রেশন বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ২ লক্ষ ৬৬ হাজার প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী যারা সরকারী ও সরকারী সহায়তায় চালিত বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করছে তাদের ১৫ দিনের মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাবদ ১৮ কেজি চাল এবং ৫০০ গ্রাম ডাল বিনামূল্যে দেওয়া হবে। উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে এই বরাদ্দ বাবদ ২৫ কেজি চাল এবং ৭৫০ গ্রাম ডাল দেওয়া হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের বাড়িতে বিনামূল্যে সরবরাহক'ত রেশন আগামী ১৫ দিনের রেশন দেওয়া হবে। সমস্ত ধরনের সামাজিক ভাতা (এপ্রিল ও মে মাসের) আগাম এপ্রিল মাসে সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। এজন্য ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সরকারি কোয়ারেনটিন সেন্টারগুলিতে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্ত ধরনের পরিষেবা সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। সংক্রমণের কারণে কেউ মারা গেলে বা পজেটিভ রোগীর চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবার সাথে যুক্ত কেউ মারা গেলে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যে সকল এম জি এন রেগা প্রকল্পে জবকার্ড রয়েছে তাদের এই প্রকল্পে ১০ দিনের কাজ দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকায় প'ায়েত ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড (পি ডি এফ) এবং শহর এলাকায় ত্রিপুরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম এর অধীনে কাজ দেওয়া হবে। এরজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজের জায়গাগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ও সেনিটাইজার দেওয়া হবে।

এম জি এন রেগার কাজে শ্রমিকদের বকেয়া মজরি শীঘই মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করে ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আসাম সরকারকে অনুরোধ করা হবে মালবাহিত লরিগুলিকে ত্রিপুরায় আসতে অনুমতি দেওয়ার জন্য। স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফাণ্ড থেকে সমস্ত উজ্জলা যোজনার সুবিধাভোগী পরিবারগুলিকে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তরের নিবেদিত সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এবং রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১১১, বিশ্বে মৃত ১২,৯৪৪ জন

সিওল, ২৩ মার্চ (হি.স.): কখনও কমছে, কখনও আবার বাড়ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪ জন। আরও ৭ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১১১-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৯৬১।

সোমবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৮,৯৬১ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জন, মৃতের সংখ্যা ১১১-তে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী করোনা-হানায় বেড়েই চলেছে মৃত্যু। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ২৩ মার্চ সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২৯৪, ১১০। মৃতের সংখ্যা ১২,৯৪৪।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে ছুটে আসেন আধিকারিকরা। খবর দেওয়া হয় সিধাই থানায়। সিধাই থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। সে ৮০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান। আশঙ্কা করা হচ্ছে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

দেখা গিয়েছে অধ্যক্ষ অন্যান্য বিষয়েও আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা নিয়ন্ত্রণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার পর অন্যান্য বিষয় যেগুলি বিজনেসে উল্লেখ ছিল সেগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে বিরোধী বেঞ্চের তরফ থেকে বারবার দাবী জানানো হয়েছিল যাতে বাজেট নিয়েই শুধু কথা হোক। কিন্তু বিরোধীদের কোন কথাই শুনতে দেওয়া হয়নি। মানিকবাবুর অভিযোগ বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সংখ্যা

● প্রথম পাতার পর

মাতাবাড়িতে শুধুমাত্র দুটি গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে পুর্ণ্যার্থীরা, তাছাড়া আগের মতো লাইন ধরে দাঁড়াতে পারবেনা। এখন প্রতি এক মিটার করে দূরত্বে লাইনে পূণ্যার্থীদের দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া এখন কোনও পূণ্যার্থী মাথা ।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিমকোর্ট ওই নিয়োগ অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। ফলে তার জন্য যাঁরাই দায়ী তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে।

পাইকারী বাজারে

তিনের পাতার পর

বেশ কিছু পাইকারী ব্যবসায়ী চড়া দাম হাঁকছে।আমাদের তাই সেই দাম অনুযায়ী বিক্রি করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক সুদীপ্ত দাস বলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পুর প্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন সকাল থেকেই শহর জুড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত না হতে এবং সঠিক দামে মালপত্র বিক্রির জন্য অনুরোধ করছি কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী মুনাফার লোভে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, এটা ঠিক নয়, বিষয়টি আমিও মহকুমাশাসককে জানিয়েছি, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরকেও অনুরোধ করছি।

মজুত রয়েছে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ জনের লক্ষণ দেখা দিলেও, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল নেগেটিভ পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইন রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের রোস্টার ডিউটি চালু করা হয়েছে। রক্তের নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার জন্য প্রটোকল ইস্যু করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে নোডাল অফিসার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাদের কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে তাদের হাতে কালি দিয়ে স্টাম্প মারার কাজ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যাদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে তাঁদের বাড়ির বাইরে রং দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যে পৃথকীকরণেরে জন্য ৩৫টি আসন চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, এন ৯৫ (ঞ্ছ ৯৫) মাস্ক, গ্লোভ, ত্রিপল লেয়ার মাস্ক, পিপিই (ঞ্ঝক) স্যানিটাইজার, ঔষধ ইত্যাদির যোগান রয়েছে। কিন্তু, এ সবের স্টক তৈরি করার জন্য আরও অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, দু'জন আধিকারিককে দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শনের কারণে গতকাল বরখাস্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অযথা চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ত্রিপুরায় ৭৬ দিনের চাল, ৫২ দিনের গম, ১৫ দিনের চিনি, ২৪ দিনের লবণ, ৯ দিনের মসুর ডাল, ৮ দিনের পেট্রোল এবং ৪ দিনের ডিজেল মজুত রয়েছে। বিরোধী উপনেতা গরিব মানুষদের ১ মাসের রেশন বিনামূল্যে এবং প্রত্যেক গরিব পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। তেমনি, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মধ্যপ্রদেশে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যপালের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পেশ করেছিলেন কমল নাথ। ফলে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন হয় এবং ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন হয় বিজেপির।

সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যপ্রদেশে বিজিপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হলেন শিবরাজ সিং চৌহান। সোমবার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে বিজেপির সদর কার্যালয় দীনদেয়াল উপাধ্যায় কমপ্লেক্স মিলিত হয় দলের পরিষদীয় নেতারা। সেখানে বর্ষিয়ান নেতা গোপাল ভাড়গব পরিষদীয় দলনেতা পদের জন্য শিবরাজ সিং চৌহান এর নাম প্রস্তাব করেন। নরত্তম মিশ্র এবং গোপিলাল যাদব এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। পরে প্রত্যেক বিজেপি বিধায়ক শিবরাজ সিং কে সমর্থন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই তিনি বল্লব ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বসবেন বলে জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। সোমবার রাত থেকেই রাজ্যের যাবতীয় সমস্যা মোকাবেলা করতে কাজ শুরু করে দেবে নতুন রাজ্য সরকার বলে দাবি করেছেন বর্ষিয়ান এই বিজেপি নেতা।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকার। ২৩ মার্চ বিকেল চারটে থেকে ২৭ মার্চ মধ্যরাত পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কেউ নিয়ম ভাঙলেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলিকে কড়া হাতে লকডাউন নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কোভিড-১৯ মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দেশের ২২টি রাজ্যের ৭৫টি জেলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, কেরল, দিল্লি, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশেই এমন জেলার সংখ্যা বেশি। তালিকায় রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশও। মুম্বই, আহমেদাবাদ, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদ ও কলকাতার মতো শহরগুলিকে লকডাউনের আওতায় আনা হয়েছে। মুম্বই সম্পূর্ণ শাটডাউন। দিল্লিতেও একই রকম পরিস্থিতি। এমতাবস্থায় লকডাউন নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে কড়া হতে বলল কেন্দ্রীয় সরকার।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

জরুরী আবেদন

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অতিমারি করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবের কারণে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের বিষয়গুলি আজ একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তথা আমাদের এই রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বিগত কয়েকদিন ধরে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে রাজ্যের বাজারগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুত স্বাভাবিক থাকা সত্বেও, এক শ্রেনীর ক্রেতাদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভবিষ্যৎ সংকটের আশঙ্কায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় ও মজুতের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতার কারনে এক কৃত্রিম সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা এই পরিস্থিতিতে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ও পরিবহনের বিষয়টি ভারত সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে জারী করা সকল প্রকার বিধি নিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তাই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভবিষ্যত সংকটের আশঙ্কা অমূলক, বরং জনসাধারনের মনে এই ধরনের আশঙ্কাজনিত অস্বাভাবিক ক্রয়ের কারনে বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং একাংশ মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী তার সুযোগ গ্রহনে তৎপর হবে যা মোটেও কাঙ্খিত নয়। এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার আইনগতভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

এই প্রেক্ষাপটে, রাজ্যের সকল পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে এই আবেদন রাখা হচ্ছে যে তারা যেন এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনমূলক কোন কাজে লিপ্ত না থাকেন এবং এই ব্যাপারে রাজ্যবাসীকে ও রাজ্য সরকারকে সর্বোতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। অন্যথায় সরকার কঠোরভাবে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পিছুপা হবে না। অতুৎসাহী নাগরিকদের একাংশ যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিত্যপণ্য মজুত করতে চান, তাদের অনুরোধক্রমে এই ধরনের হুজুগেপনা থেকে বিরত থাকতে ব্যবসায়ীবন্ধুদেরও উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাশাপাশি রাজ্যের সকল জনগণের কাছে এই আবেদন থাকবে যে তারা যেন কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন এবং ভবিষ্যত সংকটের আশঙ্কায় অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী মজুতকরন থেকে বিরত থাকেন এবং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে সম্পূর্নভাবে সহযোগিতা করেন।

খাদ্য,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

ICA/D-1936/2019-20

অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত লা লিগা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য লা লিগাসহ স্পেনের সব ধরনের ফুটবল স্থগিত করা হলো।স্প্যানিশ সকার ফেডারেশন ও লা লিগা সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্প্যানিশ ফুটবল ক্যালেন্ডার স্থগিত থাকবে।মহামারীতে রূপ নেওয়া কভিড-১৯ রোগের কারণে প্রথমে দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল লা লিগা। ওই সময়ে আগামী ৩ এপ্রিল খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল।পরিস্থিতি 'স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিমুক্ত হলে' খেলা আবার শুরু হবে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। স্পেনের ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা 'আরএফইএফ'-এর প্রধান লুইস রুবিয়ালেস গত সপ্তাহে মৌসুম বাতিলের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সমস্যা কেটে গেলে আবার খেলা শুরু হবে। ইউরোপে ইতালির পর কভিড-১৯ রোগে সবচেয়ে বাজেভাবে আক্রান্ত হয়েছে স্পেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে স্পেনে ৩৩ হাজারের বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ২ হাজার ১৮০ জনের বেশি।

করোনাভাইরাস: হকি ও ভলিবল ফেডারেশন বন্ধ, বিওএর কার্যক্রম সীমিত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ও ভলিবল ফেডারেশন তাদের কার্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) জানিয়েছে, তাদের কার্যক্রম সীমিত করার কথা।
বিওএ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম ২৩ মার্চ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং দাপ্তরিক জরুরি কার্যক্রম চালানোর জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি সীমিত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস: আর্সেনালের অনুশীলন বাতিল

১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন শেষে মঙ্গলবার অনুশীলনে ফেরার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাতিল করেছে আর্সেনাল।
করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে খেলোয়াড়দের বাসাতেই থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কোচ মিকেল আর্তেতা করোনাভাইরাস পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার পর পুরো আর্সেনাল দল কোয়ারেন্টিনে গিয়েছিল। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগসহ ইংল্যান্ডে সব ধরনের ফুটবল স্থগিত থাকলেও এ সপ্তাহে অনুশীলনে ফেরার কথা ছিল আর্সেনালের।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুশীলনে ফেরা উচিত হবে না বলে সোমবার বিবৃতিতে জানায় লন্ডনের ক্লাবটি।
''বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের ফিরে আসতে বলাটা হবে অনুচিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাই আমাদের পুরুষদের মূল দল, নারী দল ও একাডেমির খেলোয়াড়রা সবাই বাসাতেই থাকবে।''
খেলা না চললেও ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পার্ট-টাইম কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে বলেও জানায় ক্লাবটি। গত সপ্তাহে আরেক ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও জানায়, মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলো বাতিল বা দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হলেও তাদের পার্ট-টাইম কর্মীদের বেতন দেবে তারা।ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) নিয়ম অনুযায়ী ১ জুনের আগে মৌসুম শেষ করতে হবে। তবে এফএ, প্রিমিয়ার লিগ, ইএফএ ও মেয়েদের পেশাদার সংস্থার পাশাপাশি খেলোয়াড় ও কোচদের সংগঠন ২০১৯-২০ মৌসুম শেষ হওয়ার আনুষ্ঠানিক সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

করোনাভাইরাস: স্বেচ্ছা আইসোলেশনে লিনেকার

ছেলের করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত উপসর্গ দেখা দেওয়ায় স্বেচ্ছা আইসোলেশনে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার গ্যারি লিনেকার।
তিনি জানিয়েছেন, তার ২৮ বছর বয়সী ছেলে জর্জ লিনেকারের ঘ্রাণশক্তি লোপ পেয়েছে এবং সে খাবারের স্বাদ বুঝতে পারছে না।
করোনাভাইরাসসৃষ্ট রোগ কভিড-১৯ এর সাধারণ লক্ষণ হিসেবে এতদিন জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্টের কথা বলা হলেও নতুন এই দুটিও সম্ভাব্য উপসর্গ বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
৫৯ বছর বয়সী লিনেকার ছেলের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। তাই নিজেকে আলাদা রেখেছেন বলে সোমবার টুইটারে জানান ইংল্যান্ডের হয়ে ৮০টি ম্যাচ খেলা সাবেক এই স্ট্রাইকার।
''জর্জ লিনেকারের উপসর্গ রয়েছে, তাই স্বেচ্ছা আইসোলেশনে রয়েছি। এগুলো সাধারণ উপসর্গ নয়, কিন্তু স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে।''
"প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে আমরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি। আমি সতর্ক রয়েছি, হাত ধুচ্ছি, দূরত্ব মেনে চলছি।

Ref.No: F.2 (508)-AGNIC &GBP /S&P/2019-20)/29948/49
Date: 16/03/2020

E-Tender

The _Medical - Superintendent & 3-fead of Office, AGNIC & GBP .9-fospital, Agarta1 invites e-render from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for Procurement of different Empty _Medical gas Cylinder at Agartaki. Government NedicaCCo(rege & GBP 3-fospitak Agartala." Ref.No: 1.2 (5o8)-.AGNC &GBP /S&P/2oig-2o) subject to certain terms & conditions through e-Procurement website of government of Tripura, httys://tripuratenders.gov.in. The tender fee(Aron refundable) andEarnest money (Refundable) are to be paid- eCectronically over the online Payment facility provided in the Portal any time before Bid Submission End-Date using either of the supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/Credit Card Last date of submission is upto 5.00 P.M of o9/a £ /2020
i) The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
ii) Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

Medical Superintendent& Head of Office AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA/C-2963/2019-20

ASSISTANT DEFENCE ESTATES OFFICE, AGARTALA
Lichubagan By Pass Road, P.O. Shalbagan, Agartala-12
Phone No. 0381-2397119, E-Mail : adeoagar-stats@nic.in
NOTICE INVITING TENDER

In reference to the notice No. ADM/AGAR/234/HRG/EQPMT/09 dated 02.03.2020 published on 04.03.2020 by the Assistant Defence Estates Office, Agartala on behalf of the President of India inviting Quotataion to provide basis it is notified the the last date of submitting submitting Quotations is hereby extended till 1600 hours on 13.04.2020 and will be opened on the same day at 1700 hours in the office of ADRO, Agartala.
Dated : 23.03.2020
NO. ADM/AGAR/119234/HRG/EQOMT/13

ASSTT DEFENCE ESTAES OFFICER
AGARTALA

জাগরণ 24 March, 2020, Tuesday আগরতলা ২৪ মার্চ, ২০২০ ইং, ■ ১০ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

করোনাভাইরাস মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ৮৯

মুম্বই, ২৩ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ১৫ জন। নতুন করে ১৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯-তে পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন মুম্বইয়ে এবং পুণে-তে একজন সংক্রমিত হয়েছেন।

গোটা দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত। সোমবার মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৮৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মুম্বইয়ে ১৪ জন এবং পুণে-তে একজন সংক্রমিত হয়েছেন। ৮৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

লকডাউনে সুপ্রিম কোর্ট খোলা নিয়ে বৈঠক বিচারকদের

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ((হি. স.) : করোনার ভাইরাস মোকাবিলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করা নিয়ে বৈঠক করবেন সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচারক।

সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন, ২১ শে মার্চ করোনার ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে একটি রেজুলেশন পাস করে সুপ্রিম কোর্টকে চার সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার আবেদন করে এবং গ্রীষ্মের ছুটিগুলি কমিয়ে দেওয়ার জন্য বিচারপতি এস এ বোবদের কাছে আবেদন করে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশনও পরিস্থিতির গুরুত্বকে সামনে রেখে প্রধান বিচারপতিকে কমপক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডস অ্যাসোসিয়েশন বলেছিল, যে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ না করা হলে কেবল যেসব মামলায় তাতক্ষিণ শুনানি দরকার কেবল সেইগুলি শুনানি হওয়া উচিত।

সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন বলে, মৃত্যুদণ্ড, জামিন, হেফাজতের মত মামলাগুলি বাদে বাকী মামলার শুনানি করা উচিত নয়। সমিতি দাবি করেছিল যে কেবলমাত্র উক্ত আইনজীবী এবং তাদের কেরানী পুরো সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রবেশ করুন যারা এই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত। সমিতির দাবি ছিল যে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত সকল অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করা হোক।

ভারতে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৪১৫, শীর্ষে মহারাষ্ট্র: আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.): শুরুতে সংক্রমণের হার অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু, সময় যত পেরোচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাটাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে ভারতে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১৫। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯ জন। যে ভাবে সংক্রমণের সংখ্যাটা বাড়ছে, তাতে গোটা দেশে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রেই সংক্রমিত হয়েছেন ৮৯ জন। গুজরাটে আক্রান্তের সংখ্যা ২৯।

সোমবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন এর প্রথম দিন প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স): রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে লকডাউন-এর প্রথম দিনে চরম সর্তকতা দেখা গেল প্রশাসনের তরফে। দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে পুলিশের অতিসক্রিয়তা চোখে পড়ার মত।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সোমবার সকাল ছয়টা থেকে লকডাউন জারি হয়েছে দিল্লিতে। চলবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। কেবলমাত্র জরুরী পরিষেবা ছাড়া বাকি সমস্ত পরিষেবা বন্ধ থাকবে। দিল্লি সরকারের তরফে আগেই শহরের সীমান্ত সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী এদিন দিল্লি শহরের প্রবেশপথগুলো মুখে অতিসক্রিয়তা দেখা যায় পুলিশকর্মীদের মধ্যে।

লকডাউন-এর জেরে কিছুটা নাজেহাল অবস্থা সেই সকল বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের যাদেরকে ইতিমধ্যেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। ওই সকল কর্মীরা বাস বা পরিবহনের অন্য উপায় না পেয়ে পায়ে হেঁটে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। আনন্দবিহার চত্বরে দিল্লি - উত্তরপ্রদেশ সীমান্তের বহু সংখ্যক মানুষকে পায়ে হেঁটে নিজেদের বাড়ি ও নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে দেখা গিয়েছে।

এদের মধ্যে এক যুবক হিন্দুস্থান সমাচারকে জানান যে কোম্পানি দশদিনের ছুটি মঞ্জুর করেছে এই কারণেই গ্রামের বাড়ি যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই আলীগড় এলাকার বাসিন্দা। যদি বাস বা গণপরিবহন ব্যবস্থা একেবারেই না পাওয়া যায় তো আগামী দেড়শ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে এই সকল মানুষদের।

দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে অযথা বাড়ির বাইরে বেরোনোর কোন প্রয়োজন নেই। জনগণের সুরক্ষার জন্য পুলিশ সর্বদা তৎপর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, দমকল, বিদ্যুৎ, ন্যায্য মূল্যের দোকান, ওষুধের দোকান, ব্যাংক, গণমাধ্যম ব্যবস্থা জনগনের সেবায় এমন পরিস্থিতির মধ্যেও কাজ করে যাবে।

অন্যদিকে, দিল্লির কন্টক প্লেসে পুলিশের তরফ থেকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। গাজিয়াবাদ, গৌতম বুদ্ধ নগর সহ উত্তর প্রদেশের ১৬ টি জেলা লক ডাউন করে দেওয়া হয়েছে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য বাস পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

রেল পরিষেবা বাতিল, হাওড়া-শিয়ালদহে আটক অসমের বহু ঘরমুখো যুবক বিপাকে

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাস আতঙ্কের জের। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া এবং শিয়ালদহে অসমের ৫০০-এর বেশি যুবক আটকে পড়েছেন। গতকাল থেকে রেল পরিষেবা বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত এই সব যুবকরা। আটক ভুক্তভোগীরা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে তাদের উদ্ধার করে অসমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের প্রতি কাতর অনুরোধ করেছেন।

করোনা ভাইরাসের আতংকময় পরিস্থিতিতে অন্য রাজ্য থেকে আগত যুবকদের হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে বার্তায় জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বলেছেন, রবিবার সকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের থাকা ও খাদ্যাভাবে পড়তে হয়েছে। গতকাল থেকে স্টেশনের বাইরে তাঁদের একত্রিত হয়ে অবস্থান করতেও দেওয়া হচ্ছে না। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের শিয়ালদহ রেলস্টেশনে আবদ্ধ অসমের যুবকরা কর্মসূত্রে থাকতেন কেরালা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাইতে। তাঁদের মধ্যে অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং বরপেটা, ধুবড়ি, বঙাইগাঁও, যোরহাট, ডিব্রুগড় ইত্যাদি জেলার যুবক রয়েছেন। রবিবার জনতা কার্ফু-র দরুন সব ট্রেন বাতিল করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের খাদ্য, থাকার অভাবের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা স্ক্রিনিংও করা হচ্ছে না বলে টেলিফোনে জনৈক যুবক শিয়ালদহ থেকে জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে গত মাস দুয়েকে সারা বিশ্বে ১৩ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কোভিড-১৯ এর শৃঙ্খল ভাঙতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে রবিবার গোটা দেশে 'জনতা কার্ফু' পালিত হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে এদিন 'জনতা কার্ফু' পালন করেছেন। পাশাপাশি এদিন জনতা কার্ফু যখন চলছে, তখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ নোভেল করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে ট্রেনে চেপে নিজের গৃহরাজ্যে এসেছেন। রবিবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া এবং আনন্দবিহার থেকে হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে দুটি ট্রেন এসেছে গুয়াহাটি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে চাকরি ছেড়ে এসেছেন। জনৈক যাত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, 'এই যে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি অসমে এল, এতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভবিষ্যতে দুঃসংবাদ বয়ে আনতে পারে। তার কারণ একেকটি ট্রেনে কম পক্ষেও ২০০০ যাত্রী এসেছেন। এঁরা অন্যান্য রাজ্যে এতদিন ছিলেন। এতদিনে করোনা ভাইরাস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়েছে। আর এই সব যাত্রীরা করোনার আতঙ্কে ট্রেনের মধ্যে ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে এসেছেন। একজন অন্যজনের মধ্যে অন্তত পক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখার সরকারি যে বিধি বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা মানা হয়নি। কাজেই হাইজিন মেনে চলার তো কোনও বিকল্পই ছিল না। তাছাড়া যাত্রীদের মধ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪১৪, সংক্রমিত ৩৪ হাজারেরও বেশি

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন ৪১৪ জন। সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪ হাজারেরও বেশি। সংখ্যার নিরিখে আমেরিকায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪ হাজার ৩৫৪ জন।

করোনার-থাবায় ত্রস্ত আমেরিকার সাতটি স্টেট। নিউইয়র্কে মৃত্যু ১১৪ জনের, আক্রান্ত ১৬,৮৮৭ জন। ওয়াশিংটনে মৃত্যু ৯৫ জনের। নিউজার্সিতে ২০ জন, ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যু ৩২ জনের, ইলিনইসে ৯ জনের মৃত্যু, মিশিগানে মৃত্যু ৮ জনের, ফ্লোরিডায় ২ জন পারেন হারিয়েছেন।

করোনা-হানায় ত্রস্ত ইতালি, মৃত্যু বেড়ে ৫,৪৭৬

রোম, ২৩ মার্চ (হি.স.): মৃত্যু-সংখ্যার নিরিখে চিনকে টপকে গিয়েছে অনেক আগেই। সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যাতেও বিশ্বের সমস্ত দেশকে ছাপিয়ে গিয়েছে ইতালি। নোভেল করোনাভাইরাসের জেরে ২২ মার্চ সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ইতালিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৫,৪৭৬ জন। ইতালিতে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৯,১৩৮ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭,০২৪ জন।ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২২ মার্চ সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ইতালিতে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫,৪৭৬ জনের। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ইতালিতে ৫৯ হাজার ১৩৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ৭ হাজার ২৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

৩১ মার্চ পর্যন্ত বাতিল সমস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন জনশূন্য দেশের ব্যস্ততম সমস্ত স্টেশন

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। করোনা-সংক্রমণ রুখতে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশ জুড়ে সমস্ত যাত্রিবাহী ট্রেন পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল মন্ত্রক। ফলে, ২৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার, লোকাল-সহ সমস্ত রকম ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকবে। রেল মন্ত্রকের এই ঘোষণার পরবর্তী দিনই, সোমবার জনশূন্য দেশের ব্যস্ততম সমস্ত রেল স্টেশন। সোমবার সকাল থেকেই জনশূন্য মহারাষ্ট্রের নাগপুর রেল স্টেশন, চেন্নাইয়ের (তামিলনাড়ু) এম জি রামচন্দ্রন রেল স্টেশন, পশ্চিমবঙ্গের খড়দহ স্টেশন, শিয়ালদহ স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, নয়াদিল্লি রেল স্টেশন, পাটনা রেল স্টেশন, বারাণসী রেল স্টেশন প্রভৃতি। অন্যান্য দিন, বিশেষ করে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার এই সমস্ত স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় থেকে চোখে পড়ার মতো। কিন্তু, ২২ মার্চের সকাল একেবারে বিপরীত। যাত্রীদের উপস্থিতি তো দূরের কথা, স্টেশনে যে সমস্ত স্টল রয়েছে, সেখানেও কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদে করোনার থাবা, সরানো হল রানিকে

লন্ডন, ২৩ মার্চ (হি.স.) : ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদের এক কর্মীর শরীরে মিলল করোনাভাইরাসের সংক্রমণের প্রমাণ। তাঁর থেকে কোনওভাবে যাতে ওই ভাইরাস রানির দেহে না ছড়ায়, তাই তাঁকে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে উইন্ডসর ক্যাসলে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৯৩ বছরের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সুস্থই রয়েছেন।

এদিকে ওই কর্মী আদৌ রানির কাছাকাছি গিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত নয় রয়্যাল পরিবারের কেউই। কিন্তু সাবধানের মার নেই। শুধু রানি কেন, ওই মারণ রোগ যাতে প্রাসাদের কারোর শরীরেই না ছড়িয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করতে আক্রান্ত কর্মী সহ অন্য পরিচারক-পরিচারিকাদেরও সেল্ফ আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। 'রানিকে উইন্ডসরে পাঠানোর আগেই ওই পরিচারকের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। বাকিংহাম প্যালেসে ৫০০ জন কর্মী রয়েছেন। সুতরাং আক্রান্তের থেকে ওই রোগ যেকারও শরীরেই ছড়াতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে' এদিকে বাকিংহাম প্যালেসের তরফ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি। ব্রিটিশ রাজপরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রিটেনে করোনা সংক্রমণ ক্রমেই বাড়ছে, ইতিমধ্যেই সেদেশে ২৩৩ জন মারা গেছেন। তাই এই মহামারীর সংক্রমণ এড়াতেই রানিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্যত্র। জানা গেছে, আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য উইন্ডসর ক্যাসলেই রাখা হবে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে। তাঁর যাবতীয় কর্মসূচিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ।

আমেরিকা ফেরত মহিলা কুঞ্জবনে করোনা আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। কুঞ্জবন স্পোর্টিং ক্লাব এলাকার শুক্লা চক্রবর্তী নামে এক মহিলা গত সোমবার আমেরিকা থেকে বাড়িতে আসেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে করোনা সংক্রমণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম মহিলার বাড়িতে যান। মহিলার সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারেন মহিলা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রয়েছেন। তবে, করোনা পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তিনি হোম কোয়ারান্টাইনে গত একসপ্তাহ ধরে অবস্থান করছেন।

ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবস রাজ্যেও পালন করল এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং এর ৯০তম শহীদ দিবস আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে এসইউসিআই। এ উপলক্ষ্যে শহীদ ভগৎ সিং-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভগৎ সিং এর শহীদ দিবসে দেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে গরিব মেহনতী মানুষজনকে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণের দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন। মেলারমাঠস্থিত দলীয় রাজ্য কার্যালয়ে সোমবার সিপিআইএমের উদ্যোগে আজ ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবস পালন করা হয়। শহীদ দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, বীর শহীদ ভগৎ সিং, শুখদেব ও রাজগুরু চেয়েছিলেন এক শোষকহীন ভারতবর্ষ। তারা জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ভারতবর্ষ হবে সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশ। সমস্ত ধরনের সামাজিক শোষণ নীপিড়নমুক্ত আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন তারা। ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করলেও শহীদদের স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি।

পুর নিগমের এলাকায় জীবানুনাশক ওষুধ স্প্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। আমাদের রাজ্যেও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সোমবার রাত ১০টা থেকে জীবানুনাশক ওষুধ রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় স্প্রে করা হয়। এ ব্যাপারে পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাইকযোগে প্রচার চালানো হয়। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ঘর থেকে কাউকে না বের হতে আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুর এলাকায় ৪টি জোনেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। বাইরে বের হলেই অসুস্থতা বহন করে নিয়ে আসবেন। সোমবার জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনকালে জনগণের উদ্দেশ্যে একথা বলেন, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি মিডিয়াকে করোনা সতর্কতায় জনগণকে সতর্কিত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক হাসপাতালগুলির আউটডোরগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ধস শেয়ার বাজারে পতন টাকার দামেও

মুম্বাই, ২৩ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস ঠেকাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির তরফে বেশিরভাগ জায়গাতেই লকডাউনের ঘোষণা করা হয়। এর প্রভাব পড়ল এবার শেয়ার বাজারে। সোমবার সপ্তাহের প্রথমদিন বাজার খুলতেই প্রায় ১০ শতাংশ পতন হয় সেনসেক্সের।পাশাপাশি রেকর্ড পরিমাণ পতন হল টাকার দামেও।

এদিন সেনসেক্স এক ধাক্কায় ৩০ হাজারের ঘর থেকে ২৯৯২ পয়েন্ট কমে ২৬ হাজারে ৯২৪ পয়েন্টে পৌঁছে যায়। আর নিফটি ৮৪২.৪৫ পয়েন্ট কমে ৭,৯০৩ পয়েন্টে পৌঁছয়। এরপরই ৪৫ মিনিট জন্য বন্ধ রাখা হয় লেনদেন।ফের বাজারে খোলার পরেও রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে। ২৬ হাজার ৯২৪ পয়েন্ট থেকে আরও প্রায় ২০০ পয়েন্ট কমে ২৬ হাজার ৭৬৬ পয়েন্ট পৌঁছয়। তবে একটু বাড়ে নিফটি, ৭ হাজার ৯০৩ পয়েন্ট থেকে ৭৯৪৫.৭০ পয়েন্টে পৌঁছয়।

পাশাপাশি রেকর্ড পরিমাণ পতন হল টাকার দামেও। সোমবার সকালে ডলারের নিরিখে টাকার দাম ছিল ৭৫.৬৯। আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা

মৃত্যু আরও ৯ জনের, চিনে করোনায় মৃত বেড়ে ৩,২৭০ জন

বেজিং, ২৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যু সংখ্যাও কমেছে চিনে। তবে মৃত্যু-মিছিল থামার কোনও লক্ষণ নেই চিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। আরও ৯ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৭০-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,০৯৩। সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯ জন। যে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা কেউ চিনের নাগরিক নন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৭০-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,০৯৩। স্বস্তির বিষয় হল, চিনে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭২,৭০৩ জন।

করোনার প্রেক্ষিতে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবে না শিবসেনা : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের হানায় ত্রস্ত গোটা দেশ। আতঙ্কে প্রহর গুনছেন দেশবাসী। সংক্রমণ আটকাতে দেশের ২২টি রাজ্যের ৭৫টি জেলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় শিবসেনা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দেবে না শিবসেনার কোনও সাংসদ। সোমবার দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন চলার কথা, কিন্তু দেশজুড়ে করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন দেশবাসী। উদ্বিগ্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। সোমবার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দেবে না শিবসেনা।

কাঠুয়ায় সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে পাক হামলা, মোক্ষম জবাব ভারতের

জম্মু, ২৩ মার্চ (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ রবিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ রাত ০৯.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ, গোলাগুলি চলতে থাকে সারারাতউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ সোমবার সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ গুলির লড়াই থেমে যায়। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রবিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ রাত ০৯.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ, গোলাগুলি চলতে থাকে সারারাতউ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ সোমবার সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ গুলির লড়াই থেমে যায়। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গোরু আহত হয়েছে।

সুরক্ষিত থাকুন, পরিবারকে নিরাপদে রাখুন দেশবাসীর কাছে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। সোমবার বেলা এগারোটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৫-তে গিয়ে ঠেকেছে। সংক্রমণ রুখতে দেশের ২২টি রাজ্যের ৭৫টি জেলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও, লকডাউনকে অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এমতাবস্থায় দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, "নিজে সুরক্ষিত থাকুন, পরিবারকে নিরাপদে রাখুন।"

টুইট করে দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী আবেদন রেখেছেন, "এখনও অনেকে লকডাউনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দয়া করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন, আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন। রাজ্য সরকারগুলিকে আমার অনুরোধ নিয়ম ও আইন অনুসরণ নিশ্চিত করুন।"

প্রসঙ্গত, লকডাউন কার্যকর করার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদি কেউ লকডাউন লঙ্ঘন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।